শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

"হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥
সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৪ নং ডফ্ ষ্ট্রীট হইতে

সুর এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০২।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উৎসর্গ।

পরমার্চ্চনীয়

৺রামপ্রাণ চট্টোপাধ্যায়

পিতৃঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থ

একান্ত ভক্তিসহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত প্রকাশিত হইল। মৎপ্রণীত "ভক্তচরিতামৃত" অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়, কোন কোন সমালোচক, এবং অন্যান্য কতিপয় বন্ধু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবসাধুগণের জীবনচরিত্র রচনার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ঠাকুর হরিদাসের অতি বিস্ময়াবহ বিচিত্রঘটনাপূর্ণ স্বর্গীয় চরিত্রের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

কোন বৈষ্ণবগ্রন্থেই হরিদাসের জীবনবৃত্তান্তঘটিত ধারাবাহিক বিবরণ লিখিত হয় নাই। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ বিবিধ গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে হরিদাসের কিছু কিছু বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবত"ও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত", এই দুই খানি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে হরিদাসচরিত অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, এজন্য প্রধানতঃ এই গ্রন্থদ্বয়কেই অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল", মহানুভব প্রেমানন্দ দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক", ও "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়স্থ কএক জন বন্ধু হইতেও কোন কোন বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈষ্ণবসমাজপ্রচলিত প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রভৃতিও আবশ্যকস্থলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যে সকল ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত নাই, গ্রন্থ সকল আনুপূর্ব্বিক

আলোচনা করিয়া, তৎসম্বন্ধে যাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি ; এতদ্ভিন্ন নিজের মনঃকল্পিত কোন কথার অবতারণা করি নাই। ফলতঃ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে আমি অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি কোন ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করাইলে কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থের কিয়দংশ ইতঃপূর্ব্বে "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা" ও "সজ্জনতোষণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল অংশ পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল। গ্রন্থখানি পাঠকবর্গের সবিশেষ তৃপ্তিপ্রদ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে বিবেচনা করিয়া, হরিদাস ঠাকুর যে যে স্থলে হরিনামতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। বিষয়গুলি অধিকতর পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে এবং প্রমাণার্থ মধ্যে মধ্যে মূল গ্রন্থের পয়ারাদি ও শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। যে গ্রন্থ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, উদ্ধৃতাংশের সেইস্থলে, সেই গ্রন্থের নাম সংযোজিত করা হইয়াছে। যে সকল স্থলে তদ্রূপ কোন নাম বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই, তাহা "শ্রীচৈতন্যভাগবত" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভক্তচরিত্র পরিচিন্তনে মানবহৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, এই ভরসায় ভক্তিপিপাসু নরনারীগণের হস্তে ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের এই চরিতালেখ্য প্রদান করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া যদি কেহ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও উপকার ও আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।

"শান্তিনিকেতন-আশ্রম"।
বোলপুর।
১লা চৈত্র, ১৩০২ সাল।

শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মা।

সূচি-পত্র।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত হেডিং "শান্তিপুর আগমন ও আচার্য্য সহ মিলন" না হইয়া "ফুলিয়ায় আগমন ও নির্য্যাতন" হইবে। এবং ৪৩ পৃষ্ঠার "তুষ্টীম্ভাব" শব্দ "তূষ্ণীম্ভাব" হইবে।

আয়ু শেষে দ্বিজ কৈল স্বর্গেতে গমন।
গৌরী দেবী পতিসহ সহগামী হন॥
প্রতিবাসী স্বজন আছিল তার পাশে।
তথা পুত্র রাখি দোঁহে গেল স্বর্গবাসে॥
ছ মাসের পুত্র রাখি যবন আলয়।
যবন আপন পুত্র সমান পালয়॥
ধার্ম্মিক যবন সেই পুত্র রাখি বাসে।
নিত্য নিত্য ধন আনি দেয় হরিদাসে॥
এইরূপে তথায় রহিল বিচক্ষণ।
বহু দিন হইল প্রকাশ নাহি হন॥"

এই "চৈতন্য সঙ্গীতা" প্রণেতার নাম "শ্রীভগীরথ বন্ধু।" ইনি স্বীয় গ্রন্থের নানাস্থানে আপনাকে "শঙ্খকার" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কত দিন হইল রচিত হইয়াছে, গ্রন্থের কোনও স্থানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রীচৈতন্য প্রভুর অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি বিষয়েও কএকটী অলৌকিক ঘটনামূলক কথা আছে। গ্রন্থের ভুমিকায় লিখিত হইয়াছে.— "পার্ব্বতীরে সদাশিব গোপনেতে কন। শ্রীচৈতন্যের মহিমাদি নাম সংকীর্ত্তন॥" এই সকল গোপনীয় বৃত্তান্ত কোনও উপায়ে অবগত হইয়াই বোধ হয় "বন্ধু" মহাশয় এই পুস্তিকার রচনা করিয়াছেন! গ্রন্থকার এক স্থলে বলিতেছেন,—"শিবের বচন এই তন্ত্রেতে প্রচার। চৈতন্যসঙ্গীতা কহে দীন শঙ্খকার॥" "বন্ধু" মহাশয়ের গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও কেহ কেহ অনুমান করেন, "শিবগীতা" নামক একখানি 'তন্ত্র' আছে, "চৈতন্যসঙ্গীতা" তাহারই অনুবাদ। (বটতলায় যে শিবগীতা

মুদ্রিত হইয়াছে, সেখানি নয়; তদ্ভিন্ন নাকি আর একখানি শিবগীতা আছে।) যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য ও তদনুগ শিষ্য-বৃন্দের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে শিববাক্যরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য কিরূপ, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়।

হরিদাসের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বনপ্রসঙ্গে তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমানসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হরিদাস যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়া মুসলমান গৃহে প্রতি-পালিত হইতেন, তাহা হইলে এই আন্দোলনের সময় একথা অপ্রকাশিত থাকিত না, এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতেও ইহা অবশ্য উল্লিখিত হইত। হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার মুসলমান ধর্ম্মে আনিবার জন্য মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইত না। হরিদাস মুসলমানকুলে জন্মিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা অমানুষিক উৎ-পীড়ন করিয়াছিল।* মুলুকপতি হরিদাসকে স্পষ্টতঃ যবন-কুলজাত বলিয়াছেন। যথা,—

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত॥
জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড।

---

* হরিদাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যখন ফুলিয়ায় বাস করিতেন, সেই সময়ে তিনি মুসলমানগণের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করেন্। (এই গ্রন্থের ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) কিন্তু "চৈতন্য সঙ্গীতায়" লিখিত আছে, হরিদাস তাঁহার যবন প্রতি-পালকের গৃহে বাস করিবার কালেই কাজির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের অল্প দিন পরেই শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইয়াছিল; এবং ইহার রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য প্রভুর বিদ্যমান কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের উৎপীড়নের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণের কথা, এই ঘটনার সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। একথা পরিজ্ঞাত থাকিলে, উৎপীড়ন বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার উল্লেখ না করিলেই চলিতে পারে না। ফলতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা উল্লিখিত না হইবার কারণ এই যে, বৃন্দাবন দাস, এবং তৎসাময়িক হিন্দু মুসলমান সকলেই হরিদাসকে মুসলমান সন্তান বলিয়াই জানিতেন; "চৈতন্যসঙ্গীতা" বা "শিবগীতা" তন্ত্রের অভিনব কাহিনী তখন প্রকাশিত হয় নাই। "চৈতন্যসঙ্গীতা" যে পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে, তাহা ইহার ভূমিকাতেই প্রকাশ পাইতেছে। যথা,—

"বহু গ্রন্থে প্রকাশিত মহিমা সকল।
চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্য মঙ্গল ॥
আমি দীন ততদীন জ্ঞান কিছু নাই।
ভাষামত কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি তাই ॥"

প্রকৃত কথা এই যে, হরিদাস যবনবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদগণ,তাঁহাকে যারপর নাই শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিতেন। ভক্ত ও সাধুচরিত্রের লক্ষণই এই। কিন্তু কালক্রমে দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ভক্তিস্রোত মন্দীভূত হইল, অস্থিমজ্জাগত জাত্যভিমান যখন আবার অল্পে অল্পে বৈষ্ণবনেতাদিগের অন্তরে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, সেই সময় হইতেই অনেকে সাধুভক্তগণের জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধানের

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও শাস্ত্রের আদেশ—"চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ," কিন্তু ইহা স্তুত্যর্থবাদ না হইয়া যথার্থবাদ হইলে 'দ্বিজের' আর মান থাকে কই? কাজেই 'জোলা'-কুলোদ্ভব "কবিরজী" ব্রাহ্মণ ছিলেন, যবন হরিদাস, ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও যবনপালিত, যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত, সুতরাং জাতিভ্রষ্ট, ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল।

"চৈতন্যসঙ্গীতা"য় হরিদাসের 'ব্রহ্ম হরিদাস' নাম কেন হইল, তাহার এইরূপ কারণ লিখিত হইয়াছে,—"নাম ব্রহ্ম এইমাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিল পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥" কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বত্র এ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্রষ্টব্য) এই কারণ ব্রহ্মাকে যবনকুলে হরিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাসনিবন্ধন বৈষ্ণবগণ হরিদাসকে "ব্রহ্ম হরিদাস" * বলিয়া থাকেন। "চৈতন্যসঙ্গীতা"য় এই প্রবাদটী এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া লিখিত হইয়াছে,—একদিন পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ব্রহ্ম হরিদাসের কি পাপ। যবনে পালিত তারে, নানাস্থানে বেত্র মারে। কেন পায় এত মনস্তাপ॥" মহাদেব উপরি উক্ত গোবৎস হরণ বৃত্তা-

* "গোবিন্দদাসের কড়চা" নামক গ্রন্থের নানাস্থানে "সিদ্ধ হরিদাস" নামের উল্লেখ আছে। ভক্তিবলে হরিদাস সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, বোধ হয় এইজন্য তিনি "সিদ্ধ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—

"সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥"

"শ্রীবাস কেশব দাস সিদ্ধ হরিদাস।" গোবিন্দদাসের কড়চা।

ন্তের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "গোহরণ পাপে ব্রহ্মা হইল যবন। বেত্রাঘাতে হৈল তার পাপ বিমোচন॥ অতএব সেই ব্রহ্মা কলিতে যবন। ব্রহ্ম হরিদাস নাম তথির কারণ॥" কিন্তু গ্রন্থকার ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—"নামব্রহ্ম এইমাত্র মনেতে বিশ্বাস। রাখিলা পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥" ফলতঃ প্রথমাবস্থায় হরিদাসকে কেহই "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিতেন না; বহুদিন পরে উপরি-কথিত প্রবাদের সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥"

বোধ হয় এই মূল অবলম্বনে উক্ত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। পরে ক্রমশঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অবনতি সঙ্ঘটিত হইলে কতকগুলি লোকের মধ্যে জাতিগর্ব্ব আবার প্রবল হয়। হরিদাস মুসলমান ছিলেন, এ কথাটা তাঁহাদের অসহ্য হওয়ায়, হরিদাসের মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার কথা পরিকল্পিত হয়। তৎপরে তাহাই পল্লবিত হইয়া "চৈতন্য সঙ্গীতা"য় নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মতে সৎসিদ্ধান্ত। ফলতঃ সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত শ্লোকমাত্রই যেমন অভ্রান্ত ঋষিবাক্য নয়, পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত শ্রীচৈতন্যলীলাবিষয়ক গ্রন্থমাত্রই সেই প্রকার প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থ নয়। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বজনমান্য এই গ্রন্থদ্বয়ের বিরুদ্ধে "চৈতন্যসঙ্গীতা"র প্রাধান্য

ও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভক্তবৈষ্ণবগণ ভক্তিতে বিগলিত হইয়া ঘটনা ও কল্পনার সহযোগে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যলীলা সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি করিতেছেন, তৎসমস্তকেই প্রামাণিকরূপে অবধারণ করিলে বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকে না। *

হরিদাস ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, কেহ কেহ ইহা অনুমান করিবার কএকটী সূক্ষ্ম হেতুর উল্লেখ করেন। যথাঃ—

১। হরিদাস নিজ মুখে 'হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর' ১ ইত্যাদি যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল দৈন্য-বিনয়জ্ঞাপক; যেহেতু ব্রাহ্মণকুলজাত হইয়াও শ্রীমৎ রূপ ও

* বাউল সহজিয়া প্রভৃতি রসিকাভিমানিসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লেখকও স্বীয় মত সমর্থনের জন্য "চৈতন্য সঙ্গীতা"-কারের ন্যায় অনেক অবাস্তব কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা "বীরভদ্রের শিক্ষা মূল কড়চা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাইয়াছি। কএক বৎসর হইল, ইহা বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্রে লিখিত আছে, "মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দ্বারা সংগৃহীত ও অনুবাদিত।" বীরভদ্র গোস্বামী, স্বীয় পিতা শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে কি প্রকারে আরব দেশের অন্তর্গত মদীনা শহরে হজরত মোহম্মদের গৃহে গমন করিয়া মাধববিবির নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এক শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের নিকট এই অপূর্ব্ব কড়চা খানিও প্রামাণিক গ্রন্থ!! সুতরাং "চৈতন্যসঙ্গীতাকে" যে কোন কোন লেখক প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থরূপে অবলম্বন করিবেন, আমাদের দেশে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সনাতন গোস্বামী 'ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।' ১ ইত্যাদিরূপ বিনীত বাক্যে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীনতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে "ভক্তিরত্নাকর" রচয়িতা শ্রীমন্নরহরিদাস বলিয়াছেন, * রূপ সনাতনের পিতৃপিতামহ একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর তাঁহারা অর্থ লোভে যবনরাজের দাসত্ব করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়াই অনুতপ্ত হৃদয়ে দুই ভ্রাতা আপনাদিগকে যবন অপেক্ষাও হীন ম্লেচ্ছ বলিয়া কখন কখন উল্লেখ করিতেন। 'গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া। কুবিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥' ১ এবং জগাই মাধাইয়ের উল্লেখ করিয়া 'নীচ সেবা নাহি করে নহে নীচের কুর্পর॥' ১

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়, শ্রীচরিতামৃতের "অমৃত প্রবাহ ভাষ্য"নামক গ্রন্থের ১৩৮৮ পৃষ্ঠায় "ম্লেচ্ছ জাতি" ইত্যাদি পয়ারের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,—"ম্লেচ্ছ দুই প্রকার, অর্থাৎ জন্মদ্বারা ম্লেচ্ছ ও সঙ্গদ্বারা ম্লেচ্ছ। জন্ম হইতে যে ম্লেচ্ছ হয়, সেইরূপ ম্লেচ্ছ-সঙ্গী আমরা। পতিত হইয়া অনেক ম্লেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি, বিশেষতঃ গোব্রাহ্মণদ্রোহী যে ম্লেচ্ছ তাহাদের সহিত আমাদের সঙ্গম।"

* "পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥"
"যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥"

ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদি বাক্যে রূপ সনাতন আপনাদের দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হরিদাস সম্বন্ধে এ প্রকার দুষ্কৃতিজনিত অনুতাপের কোন কারণ নাই। তাঁহার বিপ্রকুলে জন্মলাভের কথা সত্য হইলেও তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু ৬ মাস বয়ঃক্রমের সময় যবন গৃহে প্রতিপালিত হয়েন নাই। হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাকে নীচ বংশোদ্ভব জ্ঞান করিয়াছিলেন, এই জন্যই 'হীন জাতি জন্ম মোর' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। কেবল নিজে নহে, অন্যেও তাঁহাকে নীচ জাতি বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। (এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের "ডঙ্ক"-বাক্য দ্রষ্টব্য।)

২। দ্বিতীয় হেতু এই ;—হরিদাস মূলে যবন ছিলেন না বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ হিন্দু ধর্ম্মের সেই প্রবল প্রতাপের কালেও হরিদাসের সংস্পর্শে আসিতে ভয় করিতেন না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, একজন মুসলমান-সন্তান একান্ত হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ-প্রমুখ হিন্দুগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন। অনেক ফকির দরবেশকেও হিন্দুগণ ভক্তি করিয়া থাকেন। আর সংস্পর্শে আসিবার অর্থ কি? হরিদাসের সঙ্গে এই সকল ব্রাহ্মণেরা কি আহার-ব্যবহার করিতেন? হরিদাসকে সকলেই সাধুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন, ইহা ত হিন্দুজাতির স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি। সাধু ভক্ত যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, হিন্দুজাতি তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। পরিয়া-বংশোদ্ভব "বল্লুবর", 'জোলা'-কুলোৎপন্ন "কবিরজী", কশাই-জাতীয় "সধনা" প্রভৃতি অনেকেই ত হিন্দুদিগের নিকট সম্মান ও

ভক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান হরিদাসের অপূর্ব্ব ভক্তিনিষ্ঠা এবং অলৌকিক প্রেমচেষ্টা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিবেন, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে।

৩। তৃতীয় হেতু এই ;—জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণসন্তান হরিদাস হিন্দুসমাজে এক প্রকার পুনর্গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়াই অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই আচার্য্যের এই কার্য্যে হিন্দুগণ আপত্তি করেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, হরিদাস হিন্দুসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন,এ কথার কোন মূল নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধপাত্র প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই হরিদাস আচার্য্যকে বলিতেছেন, তুমি কুলীনসমাজে বাস করিয়া আমাকে প্রত্যহ অন্ন দাও, তোমার কি লজ্জা ভয় নাই? যাহাতে সমাজে তোমার কোন বিপদ না ঘটে, তাহাই কর। (এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।" ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, আচার্য্য সমাজভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল ভক্তকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। হরিদাস সমাজে পরিগৃহীত হইলে প্রত্যহ কেবল অন্ন প্রদানের জন্যই আচার্য্যকে সমাজভয় প্রদর্শন করিবেন কেন?

৪। আর একটী হেতু এই ;—হরিদাস গৃহ-পরিত্যাগের পর ব্রাহ্মণ গৃহেই অন্ন ভোজন করিতেন ; ইহাতে বোধ হইতেছে, হিন্দুসমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য তিনি এরূপ করিতেন। ইহার উত্তর স্বরূপ বলা যাইতে পারে,প্রথমতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণেতর

তর অন্নভোজন একবারেই করিতেন না, এ কথার কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহা স্বীকার করিলেও বলিতে পারা যায় যে, হরিদাস, বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করার পর সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেন, এজন্য সাত্ত্বিক আহার নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ—দেবদ্বিজে কোন ভেদ নাই—ব্রাহ্মণের অন্ন ভগবানের প্রসাদ,—ইহা ভোজন করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়—দুর্জ্জাতিজনিত সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়,—এই প্রকার বিশ্বাস করিয়াই হরিদাস ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিতেন, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টায় হরিদাস এই কার্য্য করিতেন বলিলে তাঁহার মাহাত্ম্য নিতান্তই খর্ব্ব করা হয়।

ফলতঃ শ্রীচৈতন্যদেব হিন্দু মুসলমান সকলকেই হরিভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুসমাজপ্রচলিত আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন ও অসবর্ণ বিবাহাদি প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজবিপ্লব উপস্থিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রেমভক্তিপ্রভাবে জাতিভেদের কঠোরতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কেবল ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য; নতুবা উচ্চ জাতীয় বৈষ্ণবগণ নীচজাতিস্পৃষ্ট অন্ন জলাদি গ্রহণ করিতেন না। নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণ ভক্তসম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠজাতিত্ব [illegible] চেষ্টা করা দূরে থাকুক, রূপসনাতনের ন্যায় মহাপুরু- [illegible]র জাতিগত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। [illegible] হরিদাস বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গৃহীত হইলেও শ্রেষ্ঠ- [illegible]তি সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি ও মর্য্যাদা প্রদর্শন

করিতেন। মহাপ্রভু নিজমুখে সনাতন গোস্বা- মলিয়াছেন,—

"যদ্যপিও তুমি হও জগত পাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, তর্কস্থলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, হরিদাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি ৬ মাস বয়ঃক্রম হইতে মুসলমানগৃহে প্রতিপালিত হওয়ায় বিশিষ্টরূপেই যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ হিন্দুর চক্ষে তিনি প্রকৃতই যবন। হরিদাসকে যবনসন্তান মনে করিয়া আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন কারণ নাই। যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু,—সুতরাং আমাদের পরম পূজনীয়।

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবন অতি বিস্ময়াবহ ও বিচিত্র ঘটনা-পুঞ্জে পরিপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে,—বঙ্গদেশে যখন হরিভক্তির নাম-গন্ধও ছিল না, সমগ্র জনসমাজ যখন কেবল তর্কশাস্ত্রের বাদবিতণ্ডা ও কর্ম্মকাণ্ডের কোলাহলে নিমগ্ন ছিল, সেই সময়ে যবন-সন্তান * হরিদাস সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল ভগবানের নাম-রসাস্বাদনে নিযুক্ত ছিলেন।

সেই সময়ে বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। শান্তিপুরের শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য ও নবদ্বীপের শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতি যে কএক জন ভক্ত-বৈষ্ণব তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বাস করিতেন, তাঁহারা সংসারের এই ধর্ম্মহীন অবস্থা চিন্তা করিয়া অতি বিষণ্নহৃদয়ে নিশাকালে একত্র হইয়া নানাবিধ ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ ও শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে দেখিয়া ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ডগণ নানা প্রকারে ঘৃণা উপহাস ও ভয় প্রদর্শন করিত। শ্রীচৈতন্যভাগবত-

---

* যবন শব্দ জাতি-বাচক, অবজ্ঞাসূচক নহে। এখন যবন বলিতে সাধারণতঃ মুসলমান জাতিকেই বুঝায়।

রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস এই সময়ের দেশের অবস্থা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥
ধন কষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥

কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥”
“দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥
ধনবংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥”
“কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেনবা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণুমায়া বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥”

অনন্তর ১৪০৭ শকে মহাপ্রভু শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রায় ২৩ বৎসর পরে ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যখন তিনি বঙ্গদেশে আচণ্ডালে হরিনাম ও হরিভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন অবধূত নিত্যানন্দ, শ্রীমৎ অদ্বৈত ও শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতির সহিত হরিদাসও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বৈষ্ণবসমাজে ইনি “শ্রীহরিদাস ঠাকুর” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, এই দুই খানি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে হরিদাসের জন্মবিবরণাদির কোন উল্লেখ নাই। তবে তিনি যে মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই দুই খানি গ্রন্থের নানাস্থানে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।*

* পরিশিষ্ট দেখ।

কিন্তু পিতা মাতা ইহাঁর কি নাম রাখিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। বৈষ্ণবসমাজে "যবনহরিদাস" নামেও ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও একান্ত হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, বোধ হয় এই জন্যই হিন্দুগণ তাঁহাকে সম্মানসহকারে "হরিদাস" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বনগ্রাম মহকুমার নিকটস্থ "বুঢ়ন" গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিরূপে ইহাঁর জাতীয় ধর্ম্মে বিরাগ ও ভক্তিরসপূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ উপস্থিত হয়,—কত বয়সে ইনি কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক হরিনাম ঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়েন,—এসকল বৃত্তান্ত নিশ্চয়রূপে অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। সম্ভবতঃ শকাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, হরিদাস এই সময় শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকটে অবস্থান করিতেন। ইহার পূর্ব্বে,—যখন তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। * ইহাতে অনুমিত হইতেছে, ১৩৭০ শকাব্দে, অথবা তাহার দুই এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সময়ে হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "ভক্তদিগ্দর্শিনী" নামক তালিকা-

* "ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি * * ধরিতে পারে মন॥"
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

নুসারে হরিদাস ১৩৭১ শকাব্দের মার্গশীর্ষ মাসে আবির্ভূত হয়েন। † "ভক্তদিগ্‌দর্শিনীর" এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। হরিদাসের সংসার পরিত্যাগের কারণ বৈষ্ণব-গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। আমাদের অনুমান হয়, হরিদাসের পিতা মাতা পুত্রের হিন্দুধর্ম্মানুরাগ দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। হরিদাসের বিবাহ হইয়াছিল কি না, বৈষ্ণবগ্রন্থপত্রে তাহাও উল্লিখিত হয় নাই। ফলতঃ ইহাঁর বাল্য ও গার্হস্থ্যজীবনের সবিশেষ ইতিবৃত্ত অবগত হইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

---

† "ভক্তদিগ্‌দর্শিনী" নামক একখানি তালিকাগ্রন্থে কতিপয় বৈষ্ণবসাধক ও বৈষ্ণবাচার্য্যের জন্ম ও মৃত্যুর শক তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গৃহ পরিত্যাগ ও তপস্যারম্ভ।

হরিদাস গৃহত্যাগানন্তর ঐকান্তিক চিত্তে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি এজন্য স্বীয় বাসগ্রামের নিকটবর্ত্তী বেণাপো-লের * নির্জ্জন বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় একটী সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন,—কুটীর-প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ স্থাপন করিলেন, গলদেশে তুলসীর মালা পরিধান করিলেন, এবং মুসলমান আত্মীয়বর্গের সংস্রব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ভজনসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিদাসের বিশ্বাস, হরিনাম করিলে হরিকে লাভ করা যায়; এই জন্য শ্রীভগবানের নাম জপ ও নাম কীর্ত্তন করাকেই তিনি সাধন ভজনের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করিতেন। এই উপদেশ তিনি কাহার নিকট লাভ করেন, গ্রন্থপত্রে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানের নামজপের নাম "জপযজ্ঞ"। †

---

* বেণাপোলে এখন "বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের" একটী ষ্টেষণ সংস্থা-পিত হইয়াছে। এই স্থান রাণাঘাট হইতে ২৫ মাইল ও বনগ্রাম হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

† "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম্ম বর্ণনায় চমস ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন যে, ভগবান অবতীর্ণ হইলে সুবুদ্ধি মনুষ্যগণ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সংহিতাকার ভগবান মনু এই জপযজ্ঞকে অশ্বমেধাদি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। * ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের নামের মাহাত্ম্য অসীম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার অমৃতময় নামজপ যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পবিত্র হৃদয়ে একান্ত নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা সহকারে যিনি ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কৃতার্থ হন। স্ত্রী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন তুমি বিদেশে প্রবাসদুঃখে প্রপীড়িত হও, তখন তোমার নিকট প্রেমাস্পদ পুত্রকলত্রের নাম কি মধুর, কি সুমিষ্ট! ভগবদ্ভক্ত সাধুর নিকট তাঁহার প্রিয়তম ভগবানের নাম তদপেক্ষাও সুমধুর ও সুমিষ্ট! যেহেতু "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"† অর্থাৎ,

---

* "যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বেতে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥"

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক।

মহাত্মা ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত বঙ্গানুবাদঃ—"মহাযজ্ঞের অন্তর্গত বৈশ্ব দেবহোম, বলিকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ ও অতিথি ভোজন এই চারি পাকযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি বিধিযজ্ঞ সমুদয়ে প্রণবাদি উচ্চারণরূপ জপযজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য হয় না। ৮৬॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি," অর্থাৎ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে আমি "জপযজ্ঞ"। ইহাতে সমুদায় ভজনাঙ্গ হইতে ভগবানের নামজপ ও নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠতমরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

† বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, তীয় প্রপাঠক, চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন হইতে প্রিয়, সমুদায় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সমুদায় প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয়তম। এই প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের নাম প্রেমযোগে উচ্চারণ করিতে করিতে চিত্ত যখন তন্ময় ও হৃদয় আনন্দে আপ্লাবিত হয়, তখন নাম ও নামীতে কোন প্রভেদ থাকে না,—"অভিন্নাত্মা নাম নামিনোঃ।" নামই চিদানন্দরূপী পরাৎপর শ্রীহরিকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। "তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্।" সেই পরব্রহ্মের নামই সত্য, ইহা শ্রুতিবাক্য। নামযোগে পরমাত্মধ্যান করাই সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের নামকীর্ত্তনের এইরূপ মহিমা লিখিত হইয়াছে,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

অর্থাৎ—"যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মলা বিদূরিত করিয়া দেয়; যাহা সংসাররূপ দাবাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ; যাহা পরম শ্রেয়োরূপ শ্বেতোৎপলের শুভ্রকৌমুদীতুল্য; যাহা পরা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ; যাহা শুনিলে আনন্দসমুদ্র উথলিয়া উঠে; যাহার প্রতিপদে অমৃতের আস্বাদন পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে; এবং যাহা আত্মাকে যেন রসভাবে স্নান করাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিসুখ প্রদান করিয়া থাকে; শ্রীহরির সেই সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছে।"

ভগবানের নামের এমন মহিমা কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু

বলিয়াছেন—"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা—।" ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নাম সকলে বহু প্রকারে নিজশক্তি অন্তর্নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন,তাই তাঁহার সুমধুর নামের এমন অদ্ভুত শক্তি। এই জন্যই হরিদাস করুণাময় শ্রীহরির নামকেই জীবনের একমাত্র সম্বল জ্ঞান করিলেন। কথিত আছে, হরিদাস এখানে আসিয়া সর্ব্বদা কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন ; দিবারাত্রির মধ্যে তিনলক্ষ নামজপ করা তাঁহার নিয়ম ছিল। প্রতিদিন তিনলক্ষ নামজপ করা সাধারণ কথা নহে ; অতি দ্রুতগতিতে জপ করিলেও একলক্ষ নাম জপ করিতে ১০ ঘণ্টা লাগে। ৪ ঘণ্টার কমে স্নান আহার নিদ্রা প্রভৃতি সম্পন্ন হয় না, সুতরাং অহোরাত্রের মধ্যে অবশিষ্ট ২০ ঘণ্টায় দুই লক্ষের অধিক নামজপ করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ হরিদাস কেবল মনে মনে জপ করিতেন না ; হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া জীবমাত্রেই উদ্ধার লাভ করিবে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তিনি অনেক সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন। শ্রীহরির নামসুধা পান করিয়া তিনি এত আনন্দ লাভ করিতেন যে, আহার নিদ্রার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল নামানন্দরস পানে বিভোর থাকিতেন। হরিদাস আহারোপার্জ্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সায়ংকালে ব্রাহ্মণদিগের গৃহে গৃহে ভিক্ষা দ্বারা অতি সাত্বিকভাবে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ প্রকার কঠোর তপস্যা ও পবিত্রপ্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বেণাপোলের নিকটস্থ পল্লীবাসী সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মুসলমান বলিয়া ঘৃণা করা দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে তপঃ-পরায়ণ ঋষিতুল্য সাধুপুরুষ জ্ঞানে সবিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতে

লাগিলেন। অনেকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য তদীয় সাধনকুটীরে আগমন করিতেন। হরিদাস কিছুদিন বেণাপোলের এই তপস্যাশ্রমে বাস করেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যাঁহারা আগমন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপে হরিদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া অনেকে কৃতার্থ হইলেন, এবং ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাসের কৃপায় এই প্রদেশের গৃহে গৃহে হরিনাম কীর্ত্তনের সুমধুর নিনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহা পরীক্ষা।

বনগ্রাম প্রদেশে তৎকালে রামচন্দ্র খান নামে একজন ধর্ম্ম-দ্বেষী পাষণ্ড জমীদার বাস করিত। হরিদাসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা অনুরাগ সে সহ্য করিতে পারিত না। হরিদাসকে অবমানিত করিবার জন্য সে ব্যক্তি নানা উপায়ে তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইত। অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া এক জন রূপযৌবনশালিনী বারাঙ্গনা দ্বারা সে ব্যক্তি হরিদাসের ব্রত ভঙ্গ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই পাপাত্মা বেশ্যার সঙ্গে এক জন অনুচরকে যাইতে আদেশ করিলে সেই কুলটা নারী সদর্পে বলিল, আমি তিন দিনের মধ্যে হরিদাসকে মতিভ্রষ্ট করিব, একবার মাত্র আমার সহিত সঙ্গ হইলে হয়, দ্বিতীয় বারে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য অনুচরকে সঙ্গে লইব।

অনন্তর সেই বারাঙ্গনা বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া রাত্রিকালে হরিদাসের সাধনাশ্রমে উপনীত হইল, এবং নানারূপ হাবভাব দ্বারা হরিদাসকে আপনার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল। হরিদাস বলিলেন,—

"——তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

এদিকে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন সেই কুলটা রমণী ভগ্নোদ্যম হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দুর্ব্বৃত্ত রামচন্দ্র খানের কুমন্ত্রণায় সেই বেশ্যা দ্বিতীয় রাত্রিতে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাস তাহাকে স্নেহদিগ্ধ মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—"কা'ল তুমি দুঃখিত মনে ফিরিয়া গিয়াছ; আমার বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না, আমার কোন অপরাধ লইও না। তুমি এই খানে বসিয়া হরিনামকীর্ত্তন শ্রবণ কর, নাম সংখ্যা শেষ হইলেই অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" ইহা শুনিয়া বেশ্যা কুটীরদ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিল এবং নিজেও দুই একবার হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অবসানপ্রায় দেখিয়া বেশ্যা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। হরিদাস তখন বলিলেন,—"এক মাসে এক কোটি নাম জপ করিব এইরূপ ব্রত লইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম অদ্য তাহা সাঙ্গ হইবে, সমস্ত রাত্রি প্রাণপণে নাম করিলাম, তথাপি শেষ হইল না, কল্য নিশ্চয় ব্রতপূর্ণ হইবে।" বেশ্যা ফিরিয়া গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাপমতি রামচন্দ্রকে জানাইল এবং তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার ঠাকুরের তপস্যা কুটীরে আগমন করিল। সে এই দিন আশ্রমপদে উপনীত হইয়াই তুলসীমঞ্চ ও হরিদাসকে নমস্কারপূর্ব্বক কুটীরদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিল; এবং নিজেও, বোধ হয় কপট ভাবে নাম জপ করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নির্ব্বিকারচিত্ত হরিদাস ভক্তিভরে হরিনাম করিতেছেন, আর দুই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। পবিত্র

জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল ; অপূর্ব্ব শ্রীতে নির্জ্জন বনভূমি যেন আলোকিত হইয়াছে। হরিদাসের এই প্রেমবিস্ফারিত অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে বারাঙ্গনার হৃদয়ের মোহ-আবরণ যেন হঠাৎ উন্মোচিত হইল,—সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল!

শ্রীহরির মধুময় নামের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সাধুসঙ্গের কি অমোঘ প্রভাব! সাধুর কণ্ঠস্বরে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া পতিত-পাবন কলুষ-নাশন শ্রীহরির সুমধুর নাম করিতে করিতে পাপীয়সী বারবনিতার পাপাসক্ত মন পরিবর্ত্তিত হইল। নিশার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের কলুষান্ধকারও দূর হইয়া গেল, এবং পবিত্র ঊষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-মালার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রও পুণ্য-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! তখন সেই রমণী আপনার ঘৃণিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল, কান্দিতে কান্দিতে হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল,—এবং রামচন্দ্র খানের কুমন্ত্রণার বিষয়ও আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

হরিদাস বলিলেন, রামচন্দ্র খানের কথা ও তোমার দুরভি-সন্ধি আমি সমস্তই জানি। সে অতি অজ্ঞ, সে যে আমার প্রতি এই অত্যাচার করিয়াছে, সে জন্য আমি দুঃখিত হই নাই। আমি সেই দিনই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম ; কেবল তোমার উদ্ধারের জন্যই তিন দিন এখানে রহিয়াছি। তখন সেই নারী করযোড়ে নিবেদন করিল,—এখন আমার কি কর্ত্তব্য —কি উপায়ে আমার পরিত্রাণ হয়, তাহার উপদেশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। হরিদাস বলিলেন, তোমার যাহা

কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, সমুদায় দীনদুঃখী ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে বিতরণ করিয়া এই কুটীরে আসিয়া নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর, অচিরাৎ তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ করিবে। হরিদাস এই উপদেশ দিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেই বেশ্যা গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব দীন-দুঃখী সৎপাত্রে দান করিল, এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক-বস্ত্রা হইয়া সেই কুটীরে শ্রীভগবানের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হইল। উপবাসাদি নানারূপ কষ্টসাধ্য সাধনায় এবং ভগবৎ কৃপায় সে অচিরে ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থা হইয়া ভক্তিমতী বৈষ্ণবী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই অঞ্চলের প্রধান প্রধান ভক্তগণও তাহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। বেশ্যার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া হরি-দাস ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোক চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥"

শ্রী চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

প্রসঙ্গক্রমে নীচমতি রামচন্দ্র খানের বিষয় কিছু বলা যাই-তেছে। এ ব্যক্তি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের নিন্দা ও সাধুভক্তগণের অব-মাননা করিত। ইহার উপহাস, বিদ্রূপ ও অত্যাচারে নিরীহ ভক্তগণ অতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেন। উপরি-উক্ত ঘটনার অনেক দিন পরে, অবধূত নিত্যানন্দ যখন বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার

করেন, সেই সময়ে তিনি এক দিন বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া এই দুরাত্মার দুর্গামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন। রামচন্দ্র অন্তঃপুর হইতে এই সংবাদ অবগত হইয়া জনৈক ভৃত্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইল যে, গোসাঞী যেন কোন গোপের বিস্তৃত গোশালায় গমন করেন, এই সংকীর্ণ স্থানে এত লোকজন লইয়া তিনি কিরূপে অবস্থান করিবেন। ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সদলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নিত্যানন্দ যে স্থানে বসিয়াছিলেন, এই দুরাত্মা সেই স্থানের মাটী কাটিয়া ফেলিয়া সমুদয় প্রাঙ্গণে গোময় লেপন করিতে আদেশ করিল। এ ব্যক্তি ধর্ম্মনিন্দা ও সাধুবিদ্বেষরূপ যে অপরাধের বীজ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল, ক্রমে তাহা ফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইল। এই দুর্বৃত্ত নবাবকে নির্দ্দিষ্ট কর না দিয়া সমস্তই আত্মসাৎ করিত; এই জন্য নবাবসরকার হইতে মুসলমান উজির আসিয়া তাহার চণ্ডীমণ্ডপে তিনদিন পর্য্যন্ত অবধ্য বধ ও অভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিল, এবং তাহার গৃহ ও গ্রাম লুঠ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়া জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

"রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজ কৈল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান ॥

বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥"
"মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥"
শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

চতুর্থ অধ্যায়।

শান্তিপুর আগমন ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যসহ মিলন।

তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, হরিদাসের ভক্তিবিগলিত হরি-সংকীর্ত্তন শ্রবণে ও তাঁহার অশ্রুরোমাঞ্চ প্রভৃতি ভক্তিরসমগ্ন স্বর্গীয় শোভাসন্দর্শনে দুর্ম্মতি রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যার অন্তঃকরণে অনুতাপের সঞ্চার হয়, এবং হরিদাস তাহাকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীহরির নামরসাস্বাদন করিতে উপদেশ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন।

অনন্তর হরিদাস পরমোল্লাসে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরের বাটীতে ছিলেন। হরিদাস, আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, আচার্য্যও প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের পূর্ব্ব বিবরণ কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। শ্রীহট্টের সন্নিহিত নবগ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কুবের মিশ্র, জননীর নাম নাভা দেবী। কুবের মিশ্র পত্নী ও পুত্রসহ গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। * কমলাক্ষমিশ্র

---

* "বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম।

অদ্বৈতের প্রকৃত নাম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর * নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর শিষ্যগণ ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞানে ইহাঁকে পূজা করিতেন, এইজন্য ইহাঁর "অদ্বৈত" নাম হয়; এবং ইনি গীতাভাগবতাদি অবলম্বনে ভক্তিবাদ ব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া "আচার্য্য" খ্যাতি হইয়াছিল। নবদ্বীপেও অদ্বৈত আচার্য্যের একটী বাটী ছিল। বোধ হয় অধ্যাপনা উপলক্ষে ও ভক্তসঙ্গ-লালসায় তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া অবস্থান করিতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেশের ভক্তিবিশ্বাসশূন্য দুরবস্থা চিন্তা করিয়া, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবগণ নিরন্তর বিষণ্ণ-চিত্তে কেবল হরিনাম সম্বল করিয়া জীবনযাপন করিতেন। গীতাশাস্ত্রে আছে যে, যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ হানি এবং অধর্ম্মের উত্থান অর্থাৎ আধিক্য হয়, সেই সেই কালে ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যথাঃ—

"যদাযদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য্য এ খ্যাতি তাঁর হয়॥"
"নাভা নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী।
অতি পতিব্রতা যেহোঁ অদ্বৈত জননী॥"

ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ।

* কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য ভবনে উপস্থিত হয়েন, সেই সময় হরিদাস তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এ কথার কোন প্রমাণ নাই।

ভক্তগণ এই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীভগবান্ ত্বরায় অবতীর্ণ হইয়া দেশের ভক্তিশূন্য দুর্দ্দশা দূরীভূত করিবেন, এই আশায় তাঁহারা শ্রীহরির চরণে নিরন্তর কায়মনোপ্রাণে প্রার্থনা করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য এই ভক্তমণ্ডলীর নেতৃ-স্থানীয় ছিলেন। ইনি এই উদ্দেশ্যে গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ভক্তগণসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে হরিনামকীর্ত্তন ও গীতাভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনাই ইহাঁর নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইহাঁর জ্ঞানভক্তি যেমন গভীর, হৃদয়ও সেইরূপ করুণার্দ্র ছিল। ধর্ম্মহীন জীবের দুঃখদুর্গতিতে ইহাঁর হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিত। শ্রীভগবান্ শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া কেন জগজ্জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন না, ইহা চিন্তা করিয়া মনের দুঃখে তিনি কখন কখন উপবাস করিতেন। জগতের এমন কল্যাণকামী মহাপুরুষের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আমার সাধ্য নাই; প্রসঙ্গক্রমে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল মাত্র। আচার্য্য অকস্মাৎ হরিনামোন্মত্ত হরিদাসকে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

"পাইয়া তাঁহার সঙ্গ আচার্য্যগোসাঞি
হুঙ্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই॥
হরিদাসঠাকুর অদ্বৈত দেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্রতরঙ্গে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড।

আচার্য্য হরিদাসকে নির্জ্জন গঙ্গাতীরে একটী "গোফা" প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হরিদাস তথায় বাস করিতে লাগি-লেন, কিন্তু নির্জ্জন সাধনকুটীরে তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া কেবল

নিজের পারত্রিক কল্যাণ সাধন করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন না। সুধামাখা হরিনাম শ্রবণ করিয়া সমস্ত নরনারী, এমন কি প্রাণীমাত্রেই পরিত্রাণ লাভ করুক, উদারহৃদয় হরিদাস ভগবানের চরণে সতত এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। এই স্থানে অবস্থানকালে হরিদাস গঙ্গাতীরস্থ পল্লীতে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
বিষয়সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি॥
কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্তসিংহপ্রায় ধ্বনি॥
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহাহাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রুপাত রোমহর্ষ হাস্য মূর্চ্ছা ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তার শ্রীবিগ্রহে মিলে॥

হেন সে আনন্দধারা তিতে সর্ব্বঅঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলী।
ব্রহ্মাশিব দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥"
শ্রী চৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড।

হরিদাস এইরূপে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আহারের সময় আচার্য্যভবনে উপস্থিত হইতেন, এবং আহারান্তে আচার্য্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে যাপন করিয়া "গোফায়" প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কোন কোন দিন আচার্য্য ভাগবত্ ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিয়া হরিদাসকে শ্রবণ করাইতেন।

হরিদাস নীচজাতি, আচার্য্য একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত। কিন্তু ভক্তের অন্তঃকরণে উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণযবনের কোন পার্থক্য নাই। বিশেষতঃ ভগবানের ভক্তসন্তান যে কুলেই জন্মলাভ করুন, তিনি ভক্তির পাত্র,—পূজনীয়। আচার্য্য হরিদাসকে প্রতিদিন পরম সমাদরে 'ভিক্ষা' (ভোজন) করাইতেন। কিন্তু হরিদাস, তাঁহার আদরযত্নে নিরতিশয় সংকোচ বোধ করিতেন। একদিন তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "গোসাঞি! আমি অতি নীচজাতি যবন, সংসারের ঘৃণিত জীব, আমাকে প্রত্যহ অন্ন দেন, আপনার এ অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারি না। মহামহাকুলীনব্রাহ্মণের এখানে বাস, আমাকে আদর করিতে কি আপনার লজ্জা হয় না? আপনার সজাতীয় আত্মীয়বান্ধবগণ কি মনে করিবেন? আপনাকে কোন কথা বলিতে আমার ভয় হয়, কিন্তু যাহাতে লোকসমাজে আপনার কোন বিপদ না ঘটে, কৃপা করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করুন্।"

আচার্য্য বলিলেন, "হরিদাস! তোমার ভয় নাই. যাহা শাস্ত্র-সম্মত আমি তাহাই করিতেছি; তোমাকে ভোজন করাইলে কোটিব্রাহ্মণভোজনের ফল হয়।" এই কথা বলিয়া আচার্য্য সেই দিন হরিদাসকে একমাত্র সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের প্রাপ্য "শ্রাদ্ধপাত্র" প্রদান করিলেন। হরিদাস যবন হইয়া আচার্য্যের পিতৃবাসরের "শ্রাদ্ধপাত্র" ভোজন করিলেন। আচার্য্য হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।" কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও হরিদাস শ্রেষ্ঠ; কেন না তিনি ভগবানের দাস,—ভগবানের ভক্ত।

হরিদাস এই ভাবে কিছু দিন গঙ্গাতটবর্ত্তী সাধনাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি শীঘ্রই অবতীর্ণ হইয়া জগৎনিস্তার করুন, আচার্য্যের ন্যায় হরিদাসও ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা নিবেদন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে কথিত হইয়াছে, ইহাঁদের আকুল প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নামপ্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥" শ্রী চৈঃ চঃ।

কথিত আছে, একদিন রাত্রিকালে হরিদাস "গোফায়" বসিয়া উচ্চরবে নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন,—রাত্রি জ্যোৎস্নাবতী; রজতোজ্জ্বল চন্দ্র-রশ্মিতে চারিদিক আলোকে এবং আনন্দে হাস্য করিতেছে,—সুনির্ম্মল চন্দ্রকিরণসম্পাতে গঙ্গার লহরীমালা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে,—এমন সময়ে "মায়া-দেবী" পরম-রূপবতী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হরিদাসকে পরীক্ষা করিতে

আসিয়াছিলেন। * তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বারবনিতার ন্যায়, এই রমণীরূপধারিণী মায়া-দেবীও হরিদাসকে ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু "কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস," মায়া তাঁহার কি করিবেন ?— শেষে পরাস্ত হইয়া হরিদাসকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন ;—

"ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণনামশ্রবণে ॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে ॥"

শ্রী চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

বর্ণিত আছে, "মায়া"-দেবীর প্রার্থনায় হরিদাস তাঁহাকে 'কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন" করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। †

---

* কেহ কেহ বলেন, ভক্তসাধকগণের ধর্ম্মবল পরীক্ষার জন্য তাঁহাদের নিকট নানাপ্রকার প্রলোভন ও পরীক্ষা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মহামুনি শাক্যসিংহ, পবিত্রাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ও হজরত মোহম্মদের জীবনচরিতেও এপ্রকার অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে।

† সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "ভক্তির জয়" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হরিদাসঠাকুরের জীবনচরিত সম্বন্ধীয় দুই চারিটী ঘটনার উল্লেখ আছে। হরিদাসের নিকট দুইটী পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল; একটী বেণাপোলের তপস্যাকুটীরে,— দ্বিতীয়টী শান্তিপুরের সন্নিহিত গঙ্গাতীরস্থ "গোফায়"। দুইটীই স্বতন্ত্র ঘটনা, এবং ইহার বর্ণনাও স্বতন্ত্র প্রকার। কালীপ্রসন্ন বাবু দ্বিতীয় ঘটনার উল্লেখমাত্রও করেন নাই। অধিকন্তু, মূলগ্রন্থে ইহা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই প্রথমটীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপে স্বকপোলকল্পিত মতের অনুসরণ করিলে মূলগ্রন্থের প্রকৃত তথ্য হইতে পাঠকসাধারণকে বঞ্চিত করা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

ফুলিয়ায় আগমন ও নির্য্যাতন।

ফুলিয়া গ্রাম, শান্তিপুরের সমীপবর্ত্তী। রাঢ়ীয় শ্রেণির কুলীন-ব্রাহ্মণদিগের ইহা একটী প্রধান "সমাজস্থান"। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, তৎকালে এখানে বহুসংখ্য সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ-সজ্জন বাস করিতেন। এই ফুলিয়ার নামানুসারেই "ফুলিয়া মেলের" সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গীয় কবিকুলকেশরী কৃত্তিবাসের জন্মভূমি বলিয়াও ফুলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হরিদাস, এই গ্রামে আসিয়া কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন।

হরিদাসের ধর্ম্মনিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও সদাচারে মুগ্ধ হইয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রামে স্থান দিলেন। হরিদাসকে দেখিলে মুসলমান বলিয়া চিনিবার কোনই উপায় ছিল না। তাঁহার দেহ, সুদীর্ঘ সুবলিত বাহুদ্বয় "আজানু-লম্বিত", অপূর্ব্ব যৌবনশ্রীতে সর্ব্বাবয়ব পরম শোভাময়, এবং স্বর্গীয় পুণ্যপ্রভায় তাহা সমুজ্জ্বল। গলায় পবিত্র তুলসী-মালা শোভা পাইতেছে। বক্ষঃস্থল ও ললাটদেশ চন্দনানুলিপ্ত, বদনমণ্ডল অতি প্রশান্ত এবং গম্ভীর। হস্তে হরিনামের মালা; সর্ব্বদা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতেছেন, আর দুই নয়নে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছে। হরিনামরসে

সর্ব্বাঙ্গ যেন অভিষিক্ত ও সুস্নিগ্ধ। সুতরাং কে বলিবে তিনি মুসলমানকুল-সম্ভূত? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

"অষ্টাবিধাহ্যেষা ভক্তির্যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রোমুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥"

(গারুড়পুরাণ।)

অর্থাৎ অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছেতেও প্রকাশ পায়, তবে তিনি আর ম্লেচ্ছ নহেন। তিনি বিপ্রেন্দ্র, তিনি মুনি, তিনি শ্রীমান, তিনি যতি এবং তিনি পণ্ডিত।

ফুলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও ভদ্রসন্তানেরা মনে করিলেন, উপরি-কথিত শাস্ত্রবাক্য এতদিনে বুঝি সফল হইল, এবং আমরা যথার্থই একজন তপস্তেজোসম্পন্ন মুনি ঋষিকে লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের মহাভাগবত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূতসলিলা গঙ্গাতে স্নান করিয়া, গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময়, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লোকারণ্য হইত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে হরিধ্বনি আরম্ভ করিত। ছোট ছোট শিশুগণকে কখন কখন তিনি ভিক্ষালব্ধ ফল মুল মিষ্টদ্রব্য বিতরণ করিতেন। বালকগণ সেই সকল দ্রব্যের লোভে হরিদাসকে দেখিলেই দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইত, এবং তাঁহার

সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হরিহরি-নিনাদে আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিত। এইরূপে "হরির-লুট" প্রথার সৃষ্টি হইল। বোধ হয় ইহারই অনুকরণে অদ্যাপি পল্লিগ্রামে "হরির-লুট" হইয়া থাকে। *

হরিদাস এই প্রকারে হরিনামকীর্ত্তনে গ্রামবাসিগণকে মাতাইয়া তুলিলেন, সকলে তাঁহাকে লইয়া সানন্দচিত্তে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। এই সময় বঙ্গদেশ মুসলমান রাজার অধীন ছিল। ফুলিয়া-প্রদেশে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা "কাজি" বাস করিত। এই ব্যক্তি জাতীয়ধর্ম্মে অত্যন্ত অন্ধানুরাগী ও কঠোর-স্বভাব। হরিদাস মুসলমান হইয়া হিন্দুর ন্যায় আচরণ করিতেছেন, হিন্দুগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন-কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া কাজি অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল, এবং অতি গুরুতর শাস্তি প্রদানের জন্য "মুলুকপতি"র (বোধ হয় স্থানীয় নবাব বা প্রধান শাসন-কর্ত্তা) নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। †

* "হরিদাস ঠাকুর বন্দ বীরত্ব প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥"
শ্রীদৈবকীনন্দন দাস প্রণীত 'বৈষ্ণব বন্দনা'।

বেণাপোলে অবস্থান কালে কি ফুলিয়ায় অবস্থান কালে হরিদাস বালকগণকে খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিয়া হরিনাম বলাইতেন, কোনও গ্রন্থপত্রে তাহার উল্লেখ নাই। যাহা সঙ্গত বোধ হইল, তাহাই লিখিত হইল।

† "চৈতন্য-সঙ্গীতা" নামক একখানি পুস্তিকাতে এই কাজির নাম

অভিযোগের মর্ম্ম এইরূপ,—এ ব্যক্তি মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম-অবলম্বন পূর্ব্বক হিন্দুর আচরণ করিতেছে। ইহাকে শাসন না করিলে ইহার কুদৃষ্টান্তে ও কুমন্ত্রণায় আরও অনেকে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইবে, অতএব ইহার প্রতি কঠিন দণ্ডের আদেশ হউক।

"গোরাই", আর প্রধান শাসনকর্ত্তার নাম "মুলুককাজি" লিখিত আছে। যথা:—

"গোরাই নামেতে কাজি অসতের শেষ।
হরিদাস সঙ্গে তার মহা দ্বেষাদ্বেষ॥
মুলুক নামেতে কাজি হয় জমিদার।
গোরাই ঠকায় করে তার দরবার॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অভিযোগকারীর নাম (কেবল উপাধি মাত্র) "কাজি" ও বিচরকের নাম "মুলুকপতি", কোথাও বা "মুলুকের অধিপতি" কুত্র বা "মুলুকের পতি" লিখিত আছে। 'জমিদার' ও 'মুলুকপতি' শব্দের একই অর্থ। 'মুলুক পতির' পরিবর্ত্তে 'মুলুক'-নামধেয় কাজির কথা চৈতন্যসঙ্গীতা-কারের কল্পনা বলিয়াই বোধ হয়।

"ভক্তির জয়" লেখক এই মুলুকপতিকে গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন শাহ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫খৃঃ অব্দে (১৪০৭ শক) জন্মগ্রহণ করেন। হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের উৎপীড়ন ইহারও পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই অবগত আছেন, সৈয়দ হুসেন শাহ্ নামক কোন উচ্চকুলোদ্ভব মুসলমান, চৈতন্যদেবের জন্মের ৪ বৎসর পরে ১৪৮৯ খৃঃ অব্দ * হইতে ১৫১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়

---

* কোন কোন মতে ৮৯৯ হিজরী সালে (১৪১৬ শক ও ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে) হুসেন শাহ রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সাহিত্য", পঞ্চমবর্ষ, ৮০১ পৃষ্ঠা। প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেবকর্ত্তৃক সংগৃহীত হুসেনীবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মুলুকপতি হরিদাসকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিয়া বিচারের দিনস্থির করিলেন। পাইকগণ হরিদাসকে কারাগৃহে লইয়া গেল। এই সংবাদ শ্রবণে ফুলিয়া প্রদেশের হিন্দুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিদাসের কোন ভয় নাই। যিনি ভক্তবৎসল ভগবানের চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আর ভয় কি? শ্রুতি বলিয়াছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন"। সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির নামামৃতরসে যাঁহার মন-প্রাণ নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছে, তাঁহাকে কে ভীত করিতে পারে? হরিদাস হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে পাইকগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির আগে দিলা দরশনে॥"

শ্রী চৈঃ ভাঃ, আদিখণ্ড।

নগরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে গৌড়াধিপতি মজঃফর শাহার মন্ত্রী ছিলেন; পরে তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী ও নিহত করিয়া নিজে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। হুসেন শাহার পূর্ব্বে কাজী প্রভৃতি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও দুর্দ্দান্ত পাইকগণের হস্তে সাধারণপ্রজাবৃন্দ যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ ভোগ করিতেন, এই জন্য "কাজির বিচার" অদ্যাপি এতদ্দেশে একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। এই সময়েই কাজি কর্ত্তৃক হরিদাস নির্য্যাতন প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু "ভক্তিরত্নাকর"-রচয়িতা স্বীয় কল্পনা-শক্তিবলে হরিদাসকে গৌড়রাজধানীতে সৈয়দ হুসেন শাহার দরবারে উপস্থিত করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ ১৩৭১ শকে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি পিতৃগৃহ পরি-

হরিদাসকে বন্দিভাবে আগমন করিতে দেখিয়া সাধুসজ্জনগণের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষবিষাদের আবির্ভাব হইল,—হরিদাসের ন্যায় পরমভক্তকে দর্শন করিয়া তাহারা আনন্দিত হইল, এবং অত্যাচারী কাজিগণের হস্তে তাঁহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিয়া বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। এই সময়ে এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে অনেকে অপরাধী হইয়া বন্দিগৃহে বাস করিতেছিল। হরিদাস কারাগৃহের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বন্দিগণের মধ্যে কোলাহল পড়িয়া গেল। হরিদাসের দর্শন লাভে তাহারা কারাযন্ত্রণা বিস্মৃত হইল, এবং হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে মনে করিয়া আনন্দিত হইল। হরিদাস প্রশান্ত ও নিঃশঙ্কচিত্তে কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

"আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
সর্ব্ব মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥
ভক্তি করি সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণ ভক্তির বিকার॥"

ভক্তের দর্শনে কারাবাসিগণের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইল, ইহা অপেক্ষা ভক্তজনের মহিমা আর কি হইতে পারে? হরিদাস, বন্দিগণের ভক্তিবিগলিত প্রসন্নমূর্ত্তি দর্শনে আন-

---

ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। সুতরাং ১৩৯৬ শক হইতে ১৪০৬ শকের মধ্যে হরিদাস কাজিকর্ত্তৃক নিগ্রহভোগ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে।

ন্দিত হইলেন, এবং মৃদু হাস্য করিয়া তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বচন বলিলেন ;—

"থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥"

বন্দিগণ, হরিদাসের আশীর্ব্বাদের মর্ম্মবোধ করিতে না পারিয়া, এবং তাঁহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইল। তখন হরিদাস তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ভাই সকল! তোমরা চিরকাল বন্দিদশায় কালযাপন কর, আমি এরূপ অন্যায় আশীর্ব্বাদ করি নাই। এখন তোমাদের মনে যে প্রকার ভক্তির উদয় হইয়াছে, এইরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়েই যেন তোমরা সর্ব্বদা অবস্থান কর। এখান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার কুসঙ্গে মিশিয়া যেন লোকের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিও না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের কোন চিন্তা নাই, অচিরে তোমাদের এই দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হইবে।"

"মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখন না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণপ্রীতে তোমা সবাকার মন।
যেন আছে এই মত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি করিতে থাকহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্ব্বাদ করহ চিন্তন॥
আরবার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে।

সবে ইহা পাসরিবে গেলে তুইমেলে ॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার ॥
বন্দী থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাসর অহর্নিশ বল হরি ॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ॥
সর্ব্বজীব প্রতি দয়া দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমার সবার ॥
চিন্তা নাহি দিন তুই তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে ॥
বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা ॥"

অনন্তর হরিদাস, বিচারার্থ মুলুকপতির দরবারে আনীত হইলেন। নানা স্থানের বহুসংখ্য কাজি ও রাজকর্ম্মচারী এবং নানাশ্রেণীর হিন্দুমুসলমানের সমাগমে বিচারগৃহে লোকারণ্য হইল। মুসলমান হরিদাস, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন, হিন্দুর ধর্ম্মেতিহাসে ইহা যেমন অভিনব ও বিচিত্র ঘটনা, হরিদাসের বিরুদ্ধে হরিনামগ্রহণরূপ অপরাধের অভিযোগও বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে সেইরূপ অভিনব ও অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নাই। সুতরাং এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভিযোগের বিচারপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য,—বিশেষতঃ স্বেচ্ছাচারী কাজিগণের হস্তে ভক্ত হরিদাসের কি বিষম লাঞ্ছনা উপস্থিত হয়, এই চিন্তাতে মহা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ফুলিয়া প্রদেশের অধি-

বাসিগণ দলে দলে বিচারগৃহে সমবেত হইতে লাগিল। এই লোকপ্রবাহের মধ্য দিয়া হরিদাস বিচারকের সম্মুখে উপনীত হইলেন। দর্শকগণ এক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। হরিদাসের তেজোময় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রসন্নবদন অবলোকন করিয়া মুলুকপতি সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাকে আসনগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে মিষ্টবাক্যে বলিলেন, "ভাই! তোমার এরূপ দুর্ম্মতি হইল কেন বুঝিতে পারি না। দেখ, বহুভাগ্যে লোকে মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করে। তুমি সেই "মহাবংশজাত" হইয়া জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতেছ, ইহা তোমার অতীব অন্যায়। আমরা যে হিন্দুকে দেখিলে ভাত খাই না, তুমি সেই কাফেরের ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ; এই মহাপাপে পরলোকে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে একবার ভাবিয়া দেখ। যাহা হউক, এতদিন না জানিয়া যাহা কিছু অনাচার করিয়াছ, এখন 'কল্মা' পড়িয়া সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

মায়ামোহাচ্ছন্ন বিচারপতির বাক্যাবসানে হরিদাস "অহো! বিষ্ণুমায়া"! এই কথা উচ্চারণ করিয়া মহা হাস্য করিলেন। বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াও হরিদাস হাস্য করিলেন কেন, আমরা স্থূলদর্শী হইয়া তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব? ফলতঃ ইহা প্রেমোন্মাদের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। *

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ঋষভনন্দন কবি জনক রাজাকে বলিয়াছেন;——

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

অনন্তর হরিদাস, বিনীতমধুর বচনে অতি ধীরভাবে মুলুক-পতিকে এই কথাগুলি বলিলেন ;—

"শুন বাপ! জগতের সমুদায় নরনারীর জগদীশ্বর একমাত্র। হিন্দু ও মুসলমানগণ কেবল নাম-মাত্র ভেদে তাঁহারই আরাধনা করেন। কোরাণে যাঁহার তত্ত্ব, পুরাণেও তাঁহারই মহিমা লিখিত হইয়াছে। সকলে নিজ নিজ শাস্ত্রমতে সেই একমাত্র প্রভুর নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি যে নামেই তাঁহাকে ডাকুন, ভাবগ্রাহী ভগবান সকলেরই সমান আরাধ্য-বস্তু। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে বাস করিয়া যাহাকে যেরূপ আদেশ করেন, সে সেইরূপ আচরণ করে। সুতরাং ভক্তের হিংসা করিলে তাঁহারই হিংসা করা হয়। দেখুন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক হিন্দুসন্তানও তো ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, তবে কেবল আমি দয়াময় ভগবানের প্রেরণাতে 'হরিনাম' উচ্চারণ করিয়া কি অপরাধী হইলাম? আপনি বিচারপতি, যদি আমার অপরাধ থাকে, আমাকে ইচ্ছা-স্বরূপ শাস্তি প্রদান করুন।"

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।

অর্থাৎ ভগবানের সেবাকে যিনি ব্রতরূপে অবলম্বন করিয়াছেন, প্রেমাস্পদ প্রিয়তম ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্জাত ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। এই অবস্থায় তিনি কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুলচিত্তে চীৎকার করেন, কখন গান করেন, কখন বা উন্মাদবৎ নৃত্য করেন। এ প্রকার লোক সকল লোকের বহির্ভূত।

পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥
একশুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নামগুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন ॥
হিন্দুকুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
সরাসর এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার॥"

হরিদাস, এইরূপে হৃদয়ের উচ্ছলিত বেগে আপনার উদার ধর্ম্মমত সর্ব্বসমক্ষে বিবৃত করিলেন। তাঁহার এই সমস্ত বাক্য সত্য সরলতা ও সৎযুক্তিতে পরিপূর্ণ। য়িহুদি-কুলপাবন যীশু-খ্রীষ্টও বিচারপতির সন্নিধানে এই প্রকার সরলতাপূর্ণ সত্যকথা এমন বিনয়সহকারে বলিতে পারেন নাই অথবা বলেন নাই। যাহা হউক, হরিদাসের সারগর্ভ কথায় বিচারপতি ও অনেকানেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়ী যাজক-

সম্প্রদায় সকল দেশে সকল সময়েই সত্য ও ধর্ম্মের চিরবিরোধী। এই ধর্ম্মান্ধ ও দুর্ব্বৃত্ত গোরাই কাজি, একাধারে ধর্ম্মযাজক ও শাসনকর্ত্তা। সে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া মুলুকপতিকে বলিতে লাগিল, "হুজুর! ইহাকে শাস্তি না দিলে এব্যক্তি আরও অনেক মুসলমানের মতিভ্রম জন্মাইবে। এ ব্যক্তিকে বিশেষরূপ দণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য। এই কাফের হয় শাস্তিগ্রহণ, নয় কল্‌মা উচ্চারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুক। ইহাকে কঠিন দণ্ড না দিলে জগতে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের কলঙ্ক হইবে।"

মুলুকপতি হরিদাসকে আবার ভয় প্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন ;—

"পুনঃ বলে মুলুকের পতি আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজিগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবা কেনে॥"

কবি ভবভূতি বলিয়াছেন, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥" অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের চিত্তবৃত্তি বজ্র হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল, তাহা কে জানিতে সমর্থ? ভগবদ্ভক্ত হরিদাস আপনাকে দীনের দীন জ্ঞানে সকলের নিকটেই বিনয়ে অবনত থাকিতেন ; কিন্তু এই পথের কাঙ্গাল ভিখারী সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণে কি এক অলৌকিক বীর্য্য লুকায়িত ছিল, তাহা কেহই জানিত না। হরিদাস সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়, এবং দৈববলে মহা বলীয়ান হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল। মুলুকপতির

বাক্যাবসানে তিনি দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন;—

"বিচারপতি! শ্রবণ করুন, এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা পরমেশ্বরই একমাত্র সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনিই সকলকে কর্ম্মানুরূপ দণ্ডপুরস্কার প্রদান করেন। তিনি ব্যতীত আর কে শাস্তি দিতে পারে? * আমার এই পাপদেহ যদি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তথাপি আমি সুধামাখা হরিনাম কখনও পরিত্যাগ করিব না।"

"হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে নাপারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম॥"

বিচারপতি ও সভা-সমাগত লোকমণ্ডলীর সমক্ষে হরিদাস এই কথা বলিয়া স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান

* মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট, রোমীয় শাসনকর্ত্তা পন্টিয়াস্ পাইলেটের প্রশ্নের উত্তর না করাতে তিনি ভয়প্রদর্শনের নিমিত্ত যীশুকে বলিয়াছিলেন যে, "তোমাকে মুক্ত করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং তোমাকে ক্রুশে আরোপণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে, তাহা কি জাননা?" যীশু ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, হরিদাসের উক্তির সহিত তাহার চমৎকার সাদৃশ্য আছে। যথা,——

"Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above." S. John, XIX, 1I.

অর্থাৎ "ঊর্দ্ধ হইতে দত্ত না হইলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা হইত না।"

রহিলেন। হরিদাস! তুমিই নরকুলে দেবতা! ধন্য তোমার বিশ্বাস ও দৃঢ়তা! হরিদাস প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি হরিনাম পরিত্যাগ করিবেন না! মুলুকপতি যবন, হরিদাসের সুদৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। এই ব্যক্তি নিতান্ত ধর্ম্মান্ধ ও হৃদয়হীন লোক ছিলেন বোধ হয় না। কেন না প্রকাশ্য রাজসভায় একজন অভিযুক্ত তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিল দেখিয়াও তিনি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন না। কিন্তু তিনি কি করিবেন? হরিদাসকে অতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য অভিযোক্তাগণ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি অগত্যা কাজিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন ইহাকে কি শাস্তি প্রদান করা যাইবে?"

অভিযোগকারী গোরাই-কাজি বলিল, "হুজুর! আর বিচারের প্রয়োজন কি? পাইকগণ ইহাকে বন্ধন করিয়া একে একে বাইশটী বাজারে লইয়া গিয়া নিদারুণরূপে প্রহার করিতে করিতে ইহার প্রাণদণ্ড করুক, ইহাই এই বিধর্ম্মীর পক্ষে সুবিচার। বাইশ বাজারে এইরূপ প্রহারেও যদি মৃত্যু না হয়, তবে এ ব্যক্তি যাহা কিছু বলিতেছে সব সত্য।"

অনন্তর কাজির পরামর্শে মুলুকপতি উপরি-উক্তরূপ আদেশ প্রচার করিয়া বিচারকার্য্য শেষ করিলেন। গোরাই-কাজির মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল। সে অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে পাইকগণকে আদেশ করিল যে, তোমরা ইহাকে এরূপ প্রহার করিবে, যেন শীঘ্রই ইহার জীবনান্ত হয়। যে পাপিষ্ঠ পবিত্র মুসলমানকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অবলম্বন করে, এইরূপে প্রাণান্ত হইলেই তাহার

প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পাইকগণ হরিদাসকে বন্ধন পূর্ব্বক বাজারে বাজারে ভ্রমণ করিয়া নির্দ্দয়রূপে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

হরিদাস প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জীবন ত্যাগ করিবেন, কিন্তু হরিনাম ত্যাগ করিবেন না। তিনি কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" স্মরণ করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। পাইকগণের নিষ্ঠুর প্রহারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহা হইতে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি শ্রীহরির নামামৃত পানে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রহার-যন্ত্রণা কিছুমাত্র অনুভব করিলেন না।

পাইকগণ হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বাইশটী বাজারে বেড়াইতে লাগিল। অবিচারে একজন সাধু-সন্ন্যাসীর প্রাণদণ্ড হইতেছে দেখিয়া হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসাধারণে মহা কোলাহল ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, জনসঙ্ঘাধে বাজার-বিপণি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং শত সহস্র কণ্ঠ হইতে হায় হায় এবং হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইল বলিয়া অনেকে রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিল। কেহ কেহ এই ভীষণ নিষ্ঠুরতা ও অবিচার দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রাজানুচরদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল—কেহ কেহ অশ্রুমোচন করিতে করিতে যবন পাইকগণের পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—দোহাই তোমাদের, এমন হরিভক্ত সাধুকে বিনাদোষে প্রহার করিও না ; যাহা চাহ, দিতেছি, হরিদাসকে ছাড়িয়া দাও। নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর-প্রকৃতি পাইকগণ এই সকল

প্রার্থনা ও আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপও করিল না, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হরিদাসের তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণদেহে বেত মারিতে লাগিল। কিন্তু করুণাময় ভগবান ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারিবেন কেন?

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ না জন্ময়ে এতেক প্রহারে॥
অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদ বিগ্রহে। *
কোন দুঃখ না পাইল সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
এই মত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥"

ভক্তিযোগের অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে হরিদাস নিদারুণ-রূপে প্রহৃত হইয়াও কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করিলেন না। মানুষ এই সংসারে স্ত্রীপুত্রের জন্য কত কষ্ট যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করে। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রীপুত্র হইতেও প্রিয়তম, তিনি সেই হরিনামের জন্য প্রাণান্তকর আঘাত ও অপমান সহ্য করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিতেই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। হরিদাস নিজের জন্য দুঃখ পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রেমময় হৃদয়, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে

* বোধ হয় এই কারণে কেহ কেহ প্রহ্লাদের সহিত হরিদাসের তুলনা করেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা উক্ত গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে বলিয়াছেন;—

"কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥"

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন;—"প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥"

সতত ব্যাকুল। অত্যাচারী কাজি প্রভৃতি ও পাষণ্ড-প্রকৃতি পাইকগণের পাপ স্মরণ করিয়া তিনি চিন্তাকুল হইলেন, এবং করযোড়ে ভগবানের চরণে তাহাদের উদ্ধারার্থ এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ;—"হে প্রভো! তুমি করুণাময়, পাপীর একমাত্র গতি ; ইহারা কি করিতেছে, মোহান্ধ হইয়া কিছুই বুঝিতেছে না। তুমি নিজগুণে ইহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। আমার নিমিত্ত যেন ইহাদের কোন পাপ না হয়।"

"সবে যে সকল পাপিগণে তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু সবার অপরাধ॥"

হরিদাসের আর কোন ক্লেশ নাই। যাহারা নিরপরাধে তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, তাহাদের গতি কি হইবে, এই চিন্তাতেই তিনি বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইয়া তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য উপরিউক্ত রূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধন্য হরিদাস! ধন্য তোমার প্রেম! ভগবানের ভক্তসন্তানেরা যুগে যুগে পাপী তাপীর দুঃখ দুর্গতি স্মরণ করিয়া এইরূপেই ক্রন্দন করিয়াছেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, য়িহুদীকুল-গৌরব যীশুর প্রেমপূর্ণ হৃদয় হইতে তাঁহার হত্যাকারি-পামরগণের মঙ্গলোদ্দেশে এই প্রকার প্রার্থনা বাক্যই নিঃসৃত হইয়াছিল। *

* "Father, forgive them ; for they know not what they do." S. Luke XXIV, 34.

হে পিতঃ! তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেন না ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।

পাইকগণ এতই হৃদয়হীন নরাধম যে, ঠাকুর হরিদাসকে তাহাদিগের কল্যাণকামনায় জগদীশ্বর সমীপে ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতে দেখিয়াও তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; অপিচ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোরভাবে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল যে এত গুরুতর আঘাতেও হরিদাস যেন কোন বেদনাই অনুভব করিতেছেন না, অধিকন্তু তাঁহার দেহ কি এক উজ্জ্বল জ্যোতিতে দীপ্তিমান, এবং বদনমণ্ডল মৃদুহাস্যযুক্ত, প্রফুল্ল ও প্রশান্ত, দৃষ্টি করুণাপূর্ণ! তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।—

"বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাও যে ইহারে॥
মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে॥"

অনন্তর পাইকগণ হরিদাসকে বলিল, ওহে হরিদাস, এত প্রহারেও যখন তোমার মৃত্যু হইল না, তখন বোধ হয় তুমি মরিবে না। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহার উপায় কি?

"যবন সকল বলে ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সবার হইবেক নাশ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজি প্রাণ লইবেক আমা সবাকার॥"

তখন হরিদাস, ঈষৎ হাসিয়া পাইকদিগকে সস্নেহে বলিলেন,

"ভাই সকল! আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের অমঙ্গল হয়, তবে এই দেখ আমি এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি।" এই কথা বলিয়াই হরিদাস গভীর ধ্যানযোগে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া তিরোহিত হইল। ইহা দেখিয়া পাইকগণ মনে করিল, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।* অনন্তর তাহারা হরিদাসের

* প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও যোগপ্রভাবে মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিয়া বহু দিন জীবিত থাকিতে পারে, এবং যোগিগণ যোগবলে ভৌতিক জগতের নিয়মাতীত হইয়া অন্যান্য অনেক অদ্ভুত কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুকৈলাসের প্রসিদ্ধ যোগীর বিষয় এতদ্দেশের অনেকেই অবগত আছেন। পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎসিংহ এক জন যোগীকে ৪২ দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি কথিত যোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। মৃত্যু অনুকরণের সত্যতা সম্বন্ধেও কোন কোন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত সাক্ষ্য দিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব (Dr. George Cheyne) লিখিয়াছেন, কর্ণেল টাউনসেণ্ড্ সাহেবকে তিনি মৃত্যু অনুকরণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার টানার সাহেব (Dr. J. H. Tanner) তৎপ্রণীত Practice of Medicine নামক গ্রন্থে ডাক্তার চেনি সাহেবের লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডাক্তার টানার সাহেব উক্ত গ্রন্থে এইরূপ আর একটী বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন;—

"The influence of the will over even the involuntary muscles is sometimes extraordinary, as many remarkable cases attest. Thus Celsus speaks of a priest who could separate himself from his senses when he chose, and lie like a man void of life and sense. অর্থাৎ "দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা

মৃতকল্প-দেহ বহন করিয়া মুলুকপতির দ্বারদেশে উপস্থিত করিল।

মুলুকপতি, হরিদাসের মৃতদেহ "গোর" দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু অভিযোক্তা গোরাই-কাজি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—"এ ব্যক্তি মহৎ কুলে জন্মিয়া অতিশয় নীচকর্ম্ম করিয়াছে। পরকালে যাহাতে আরও কঠিন শাস্তি পায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। "গোর" দিলে ইহার সদ্গতি হইবে, অতএব ইহাকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হউক, তাহা হইলে পরলোকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে।" কাজির কথায় মুলুকপতি কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। হরিদাসের বিচার-সম্পর্কে তিনি আদ্যোপান্ত বিদ্বেষবিষ-জর্জ্জরিত কাজি সাহেবের অন্যায় আবদারের অনুমোদন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া কাজি, পাইক ও অন্যান্য যবন ভৃত্য দ্বারা হরিদাসকে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিল।

> "কৃষ্ণানন্দ সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
> মগ্ন হৈয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥
> কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
> না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥"

সেল্সাস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, যে একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।" (বঙ্গদর্শন, ১২৮৯ সাল, ২৭১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল।)

হরিদাস এইরূপে যোগসমাধিতে নিমগ্ন হইয়া ভাগীরথী-স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানগণ হরিদাসকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হরিদাস কোন অতিলৌকিক শক্তিতে পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা হিংসা বিদ্বেষ বিস্মৃত হইল, এবং তাঁহাকে "পীর" জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া নমস্কার করিল। হরিদাস পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মুলুকপতি লোকপরম্পরায় এই আশ্চর্য্য সংবাদ জ্ঞাত হইয়া গঙ্গাতীরে হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হরিদাস আনন্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুলুকপতি লজ্জা সম্ভ্রম ও বিনয়ে বিহ্বল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হরিদাসকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন ;—

"সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা পীর।
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥*
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা কুতূহলে ॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে ॥
সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই ॥"

* তুমিই প্রকৃত মহাপীর। যেহেতু একমাত্র এবং অদ্বিতীয় জগদীশ্বর যে সর্ব্বঘটে বিরাজ করিতেছেন, এই উন্নত তত্ত্বজ্ঞান তুমি দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছ।

মুলুকপতি, হরিদাসকে এই প্রকারে মিনতি করিয়া বলিলেন, "আপনি গঙ্গাতীরের নির্জ্জন "গোফা"য় অথবা লোকালয়ে যেথানে ইচ্ছা অবস্থিতি করিয়া আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। আজি হইতে আপনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইলেন।"

হরিদাস, মুলুকপতি ও সমাগত সমস্ত লোককে প্রেমালাপে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি ও অপূর্ব্ব ক্ষমাগুণের পরিচয় পাইয়া সকলে একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়া সহস্র কণ্ঠে তাঁহার গুণগরিমা গান করিতে লাগিল। অনন্তর হরিদাস যবনগণকে কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিয়া ফুলিয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, হরিদাসের মহিমবর্ণনপ্রসঙ্গে উপরিউক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—হরিদাস কেবল জগৎকে জলন্ত বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তির মাহাত্ম্য শিক্ষা দিবার জন্যই যবনদিগের নির্ম্মম উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন। নতুবা ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তসন্তানকে কে নির্য্যাতন করিতে সমর্থ হয়? যথা;—

"প্রহ্লাদের যে হেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধনে যে হেন হনুমান।
ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ॥
এই মত হরিদাস যবন প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥

'অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপিও বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥'
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে ॥''
"হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায় যবন দেখি ভুলে ॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে ॥"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুনর্ব্বার ফুলিয়া আগমন।

হরিদাস যবনগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সানন্দচিত্তে হরিনামের হুঙ্কার করিতে করিতে আবার ফুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। ফুলিয়ানিবাসি ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ হরিদাসের জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন; তিনি যে কুচক্রী কাজির কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিবেন, ইহা আর কেহ মনে করেন নাই। পরে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত হইতে শুনিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হয়েন। এক্ষণে হরিদাসের প্রফুল্লমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্নচিত্ত হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ আনন্দসূচক হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিদাস সেই হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমরসে রসান্বিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য করি-লেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ হরিদাসকে চারিদিকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন।

হরিদাস বলিলেন,—"বিপ্রগণ! আপনারা আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না। আমি এই পাপকর্ণে শ্রীভগবানের অনেক নিন্দা শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই শাস্তিভোগ করিলাম। বিষ্ণুনিন্দা শ্রবণ করিলে কুম্ভীপাক * নরকস্থ হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় শ্রীহরি কৃপা

যাহারা বুদ্ধিমোহপ্রযুক্ত নিজদেহ বলিষ্ঠ হইবে মনে করিয়া অপর প্রাণীর প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করে, যমদূতেরা সেই পাপীদিগকে

করিয়া আমার প্রতি অতি অল্পই দণ্ড বিধান করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন প্রভুর নিন্দা কখনও শ্রবণ করিতে না হয়।"

হরিদাসের এ প্রকার বিনয়পূর্ণ বাক্যে সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। হরিদাস কিছুদিন এই ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে বাস করিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ হরিনামকীর্ত্তনে সকলকে প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর ফুলিয়া গ্রামের ভক্তগণ তাঁহার অবস্থিতির জন্য গঙ্গাতীরস্থ নির্জ্জন স্থানে একটী তুলসী বেদিসমন্বিত পবিত্র তপস্যাকুটির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। হরিদাস এই কোলাহলশূন্য শান্তরসাশ্রিত আশ্রমপদে অবস্থান করিয়া দিবারজনী শ্রীহরির অমৃতময় নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পবিত্রসঙ্গ-লালসায় প্রতিদিন অনেকে এই আশ্রমে আসিতে লাগিলেন।

হরিদাসের এই আশ্রমে একটী 'মহানাগ'-সর্প বাস করিত। সর্পের সহিত একত্র বাস করা বিপজ্জনক বলিয়া সকলেই হরিদাসকে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন, আমার জন্য আপনারা চিন্তা করিবেন না। আমি এতদিন এখানে বাস করিতেছি, কোন ভয় পাই নাই। আপনারা সর্পভয়ে এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না, এই যা দুঃখ। যাহা

কুম্ভীপাক নরকে অতি নিষ্ঠুরভাবে তপ্ত তৈলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা, সাধারণ জনমণ্ডলীকে অহিংসাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় এই ভীষণ নরকযন্ত্রণার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন।

হউক, কালি যদি সর্প আশ্রম ত্যাগ করিয়া না যায়, তবে আমি নিশ্চয় এই স্থান পরিত্যাগ করিব। আপনারা এই দুশ্চিন্তা দূর করিয়া কেবল হরিগুণানুকীর্ত্তন করুন। কথিত আছে, হরিদাস ইহার পর অপরাহ্ন সময়ে সমাগত লোক-গণের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে প্রবৃত্ত হইলে, মহা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড এক সর্প আশ্রমের তলদেশ হইতে বহির্গত হইয়া আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :—

"এইমত কৃষ্ণকথা মঙ্গল কীর্ত্তনে।
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেই ক্ষণে॥
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন।
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে॥"

আর এক দিন একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। এই সময়ে এক জাতীয় লোক সর্ব্বাঙ্গে অহি-ভূষা ধারণ পূর্ব্বক মৃদঙ্গ-মন্দিরার বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। ইহাকে লোকে "ডঙ্কের নৃত্য" বলিত। ইহারা এক ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আর সকলে তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক বাদ্যের তালে তালে নৃত্য ও গান করিত। মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিই প্রধান নর্ত্তক, এবং ইহারই নাম "ডঙ্ক"। নৃত্যকালে "ডঙ্কে"র শরীরে "মহানাগ" অর্থাৎ নাগরাজ অনন্ত আবির্ভূত হইয়া নৃত্যগীত করিতেন, ইহাই সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিত। "ডঙ্কে"র নৃত্যগীত কথাবার্ত্তা সমস্তই নাগরাজ অনন্তের লীলা,—

এই বিশ্বাস নিবন্ধন, সেই ব্যক্তিকে দেবানুপ্রাণিত বোধে লোকে বিলক্ষণ ভয় এবং ভক্তি করিত। *

এক দিন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে "ডঙ্কে"র নৃত্য হইতেছিল। দৈবগত্যা হরিদাস তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া "ডঙ্কে"র গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন-সঙ্গীত অতি করুণ স্বরে গীত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে হরিদাস ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাসকে নৃত্য করিতে দেখিয়া "ডঙ্ক" নৃত্যগীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন হরিদাসের দেহে পুলকাশ্রু-কম্প প্রভৃতি সাত্বিক-ভাবের আবির্ভাব হইল, তিনি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া "কৃষ্ণরে! বাপরে!" বলিয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। হরিদাসের মহাভাব দর্শনে সকলে প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। "ডঙ্ক" করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। সমাগত লোকগণ শ্রদ্ধা-

* "মনুষ্যশরীরে নাগরাজ মন্ত্র বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥ ইত্যাদি"
শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, ১৪শ অধ্যায়।

অদ্যাপি পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন স্থানে মালবৈদ্যগণ সর্প লইয়া এইরূপ নৃত্যগীত ও নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে "ঝাঁপান"-উৎসব বলিয়া থাকে।

ভক্তিতে বিগলিত হইয়া হরিদাসের পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিল।

অতঃপর আর এক রহস্য উপস্থিত হইল। এই স্থানে এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল। হরিদাসের প্রতি "ডঙ্কে"র এবং অপরাপর লোকের এতাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া সে মনে করিল, —হৈচৈ করিয়া কীর্ত্তনে নাচিতে পারিলেই নির্ব্বোধ লোকেরা সামান্য ব্যক্তিকেও মহা ভক্তি করিয়া থাকে। আমিও একবার নাচিয়া দেখি। এইরূপ চিন্তা করিয়া এই ব্রাহ্মণ কপটভাবে যেমন নাচিতে আরম্ভ করিল, অমনি,

"———আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িলা ডঙ্কের নৃত্য স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধমনে॥
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
বেতের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
বাপ বাপ বলি ত্রাসে গেল পলাইয়া॥"

ব্রাহ্মণের বিড়ম্বনা দেখিয়া সকলে সবিস্ময়ে "ডঙ্ক"কে জিজ্ঞাসা করিল;—

"কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥
হরিদাস নাচিতে বা যোড়হস্ত কেনে।
ভাঙ্গিয়া এসব কথা কহিবে আপনে॥"

"ডঙ্ক" বলিল, হরিদাস পরম ভাগবত ব্যক্তি। এই দাম্ভিক

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উপহাস করিয়া কৃত্রিম ভক্তি দেখাইয়া নৃত্য আরম্ভ করায় আমি ইহাকে এই শাস্তি দিলাম।

"হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড় লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্মকর্ম্ম করে॥
এসকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥"

"ডঙ্ক" এই কথা বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল। "ডঙ্ক" বলিল, ইহাঁর হরিদাস নাম সার্থক, ইনি প্রকৃতই শ্রীহরির দাস। ইনি সর্ব্বভূত-বৎসল ও পরোপকারী; ভগবান ইহাঁর হৃদয়মন্দিরে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন। স্বপ্নেও ইনি বিপথে পদার্পণ করেন না। হরিদাস যদিও নীচকুলে জন্মিয়াছেন, কিন্তু জাতি কুলের অভিমান অতি তুচ্ছ, অতি অসার। ভগবানের ভক্তসন্তান নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলের পূজ্যতম, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই ধরাধামে জন্মলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় না করিলে, মানসম্ভ্রম, বংশমর্য্যাদা কিছুই মানুষকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে এবং হনুমান ইতর-যোনিতে জন্মলাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁরা ভক্তশিরোমণি। জাতিকুল বৃথা, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগৎকে এই শিক্ষা দিবার জন্যই হরিদাস ভগবানের আদেশে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যের কথা কি—ব্রহ্মা-শিব-নারদাদিও হরিদাসের সঙ্গলাভ প্রার্থনা করেন।

"জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥

অধমকুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তমকুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচজাতি নাম॥
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
শতবর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে তোমা সবা হৈতে।
উহাঁর মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥
সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম॥”

"ডঙ্ক"মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগরাজ কর্ত্তৃক* হরিদাসের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সাধুসজ্জনগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা হরিদাসের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি-ভক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইল।

---

* "তবে সেই ডঙ্কমুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ১৪শ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

নাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা ও নবদ্বীপ আগমন।

অতঃপর হরিদাস ফুলিয়াগ্রামে গঙ্গাতীরস্থ সাধনাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কখন কখন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহেও স্থিতি করিয়া উভয়ে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে পরমানন্দে সময় যাপন করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেশের ধর্ম্মহীন দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া, ভগবানের অবতরণের জন্য আচার্য্য ও হরিদাস শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, ইহাঁদিগের ব্যাকুল প্রার্থনাতেই শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হয়েন, এবং আচণ্ডালে হরিভক্তি বিতরণ করিয়া বঙ্গদেশের বহুদিনের সঞ্চিত পাপতাপ, ঘৃণাবিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অসদ্ভাব দূরীভূত করিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে গ্রহণযোগে শ্রীচৈতন্য যখন নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হ'ন তখন অদ্বৈত আচার্য্য ও হরিদাসের মনে বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা যেন কোন অলৌকিক শক্তিতে এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া শান্তিপুরে আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥

সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ধ্রুবং ॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি,
আনন্দে করিল গঙ্গা স্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর, ১৪৩০ শক পর্য্যন্ত দেশের আধ্যাত্মিক দুরবস্থা সমান ভাবেই ছিল। হরিদাস যবনদিগের কবল হইতে মুক্তি লাভ করার পর প্রায়শঃ ফুলিয়া ও শান্তিপুরে অবস্থান করিতেন। এই সময়ের অবস্থা শ্রীবৃন্দাবন দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

“সর্ব্বদিকেবিষ্ণুভক্তি শূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন ॥
কোথায় নাহিক বিষ্ণু ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি ॥

তাহাতেও দুষ্টগণ মহা ক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গিয়াই মরে॥
এ বামুণগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামুণগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥
গোসাঞিের শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥
কেহ বলে একাদশী নিশি জাগরণ।
করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ॥
প্রতি দিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ।
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ॥
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরি সংকীর্ত্তন॥"

ভক্তিযোগে লোকের ঈদৃশ উপেক্ষা অনাদর দেখিয়া হরিদাস অতিশয় দুঃখিত হইতেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ঘোষণায় বিরত হইতেন না। পাষণ্ডগণ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। হরিদাস একদিন "হরিনদী" নামক পল্লিতে গমন করিয়া দেখিলেন, তথাকার পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে আমোদ অনুভব করিতেছেন। হরিদাসকে

দেখিয়া তত্রত্য এক উদ্ধত-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ সক্রোধে বলিতে লাগিল ;—

"ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥"

হরিদাস বিনীতবচনে বলিলেন, "ঠাকুর! আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারাই হরিনামতত্ত্ব ভালরূপে জানেন। আপনাদের মুখে শুনিয়াই আমি যাহা কিছু জানিয়াছি, আমি আপনাকে কি বলিব। দেখুন, উচ্চ রবে নাম কীর্ত্তনে শতগুণ পুণ্য হয়; শাস্ত্রে ইহার গুণ ব্যতীত দোষ তো দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ বলিল ;—

"——উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
শত গুণ ফল হয় কি হেতু ইহার॥"

শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় হরিদাসের হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইল। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া নাম-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। হরিদাস কখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহা লিখিত নাই। বোধ হয় ভক্তগণের সহবাসে শুনিয়া শুনিয়া অনেক শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্ত তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া হরিদাস ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মহাশয়! হরিনামের মহিমা শ্রবণ করুন। পশুপক্ষী,

কীট-পতঙ্গাদি ইতর প্রাণিসকল হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না, ইহারা একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। যিনি হরিনাম জপ করেন, তিনি আপনি উদ্ধার হ'ন; কিন্তু উচ্চস্বরে সংকীর্ত্তন করিলে অন্যেরও উপকার হয়। অতএব উচ্চ সংকীর্ত্তনে শত গুণ ফল হয়, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জিহ্বা পাইয়াও যে সকল নরনারী এবং অপরাপর জীব জন্তু হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদের জন্ম বৃথা। যাহাতে তাহাদের নিস্তার হয়, সে কার্য্য ভাল কি মন্দ আপনিই বিবেচনা করুন। দেখুন, যিনি কেবল আপনাকে পোষণ করেন, আর যিনি সহস্র ব্যক্তির পোষণ করেন, ইহাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে—তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ সুখে॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণ নাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥"
"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥*

---

* শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যং—
"জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায়ে শুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥"

হরিদাসের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ আরও কুপিত হইল, এবং এইরূপে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল,—"হরিদাস দেখিতেছি দর্শনকর্ত্তা হইল। শাস্ত্রে আছে, কালে বেদপথ নষ্ট হইবে, কলিযুগের শেষে শূদ্রে বেদব্যাখ্যা করিবে। যুগের শেষে আর কেন—এখনই যে একথা সত্য হইয়া উঠিল, যবনেও শাস্ত্রকর্ত্তা হইল। রে হরিদাস! এইরূপে তুই ধার্ম্মিক সাজিয়া কেবল ঘরে ঘরে ভাল দ্রব্য খাইয়া বেড়াস্। তুই যে ব্যাখ্যা করিলি, ইহা যদি সত্য না হয়, তবে এখনই তোর নাক কাণ কাটিয়া দব!"

হরিদাস এই দুষ্ট-প্রকৃতি ব্রাহ্মণের কটুবাক্যে কিছুমাত্র রাগ করিলেন না, প্রত্যুত্তরও করিলেন না, কেবল "হরি হরি" উচ্চারণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে উচ্চকণ্ঠে নামকীর্ত্তন গান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কথিত আছে,ইহার কিছু দিন পরে বসন্তরোগে এই ব্রাহ্মণের নাসিকা খসিয়া গিয়াছিল। এই ব্যক্তি যখন হরিদাসের অবমাননা করে, সেই সময়ে তথায় সভাসদ্‌রূপে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, সেও হরিদাসকে অবজ্ঞা করিয়া এই ব্রাহ্মণকে কিছুমাত্র তিরস্কার করে নাই ; এজন্য চরিতাখ্যায়ক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যেবা পাপী সভাসদ্ সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি ॥
এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব লোক যম যাতনার পাত্র ॥
কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥
এ সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয় ॥"

ইহার পর হরিদাস,বৈষ্ণব দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিলেন। এই সময়ে মুরারিগুপ্ত,শ্রীবাস আচার্য্য,গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবমতাবলম্বী কএক জন মহাত্মা নবদ্বীপে বাস করিতেন। অদ্বৈত আচার্য্যও মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত থাকিয়া হরিনাম-কীর্ত্তন ও ভক্তিশাস্ত্রালোচনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব এ সময়ে বিদ্যারসে বিহ্বল হইয়া অধ্যাপনা ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত। যে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এখনও কেহ তাহার

বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিতেছেন ;—

"হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে॥
প্রেম ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন ইচ্ছা তাঁহার॥"

লোক সকল পরমার্থ-পরিশূন্য হইয়া কেবল তুচ্ছ বিষয়ানন্দে নিমগ্ন। দুই একজন যাঁহারা গীতা ভাগবতাদির আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও ভগবানের শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতেন না; অপিচ, জ্ঞানাভিমানে গর্ব্বিত হইয়া নিরীহ ভক্তগণকে উপহাস বিদ্রূপে উৎপীড়িত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেন। বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ *—"সোহং" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ যাঁহাদের মতের মূলতত্ত্ব, তাঁহারা বলিতেন,—জীব ও ব্রহ্ম এক, তবে আর ইহারা "দাস" "প্রভু" ইত্যাকার ভেদজ্ঞানে

* কেহ কেহ মনে করেন, তৎকালে নবদ্বীপে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে কেবল ন্যায়দর্শনই ভূরি পরিমাণে অনুশীলিত হইত, বেদান্তের আলোচনা ছিল না; ইহা সমীচীন নহে। মহর্ষি বাদরায়ণকৃত বেদান্তসূত্রের মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত শারীরকভাষ্য প্রচলিত হওয়ার পর ভারতের সর্ব্বত্র পণ্ডিতসমাজে বেদান্ত-বিজ্ঞানের মূলমত—বিশেষতঃ শঙ্কর কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বেদান্তদর্শনের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও প্রচলিত ছিল। "আমি ব্রহ্ম আমাতেই বসে নিরঞ্জন। দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ॥" শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে পণ্ডিতদিগের এই উক্তিতেই একথা প্রমাণিত হইতেছে।

কাহার উপাসনা করে? ভক্তগণকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করেন, এমন একজনও ছিলেন না; বরং তাঁহারা কখন কখন একত্র হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন দেখিয়া অনেকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিত;—

"ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে॥"
"সংসারী সকল বুলে মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলেন হরি লোক জানাইতে॥
এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥"

এই সকল বিদ্রূপ-বচন শ্রবণান্তে দেশের দুর্গতি চিন্তা করিয়া একদিন ভক্তগণ নিরতিশয় ক্ষুণ্ন মনে "হা ভগবান!" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিনাম-রসমগ্ন হরিদাস হরিধ্বনির হুঙ্কার করিতে করিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। হরিদাসকে পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। আচার্য্য প্রভুও এই সময় নবদ্বীপে ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে হরিদাসের পরিচয় করিয়া দিলেন। হরিদাস ভক্তিভরে সকলের চরণবন্দনা করিলেন। অনন্তর ভক্তমণ্ডলী পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠীতে পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং সমদুঃখী হরিদাসকে পাইয়া আপনাদের দুঃখের কথা পরস্পরকে বলিয়া পাষণ্ডিগণের বাক্য জ্বালা বিস্মৃত হইলেন।

"এথা ভক্তগণ মহাদুঃখিত হইয়া।
করেন আক্ষেপ ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া॥
'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
হেন কালে আইলা ঠাকুর হরিদাস॥

হরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত।
কহিব কতেক তাহা সর্ব্বত্র বিদিত॥"

ভক্তি রত্নাকর—দ্বাদশ তরঙ্গ।

হরিদাস এখানে কিছু দিন বাস করিয়া ভক্তগণের নিকটে গীতা ভাগবত শ্রবণ করেন। পরে শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

সপ্তগ্রামে হরিনাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা।

অনন্তর হরিদাস সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চান্দপুর গ্রামে আগমন করিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বলরাম আচার্য্য সপ্তগ্রামের সুবিখ্যাত ধনী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের কুলপুরোহিত ছিলেন। ইনি অতি সদাশয় ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন; নিজে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইয়াও যবনকুলোদ্ভব হরি-দাসকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। হরিদাস ইঁহার আশ্রয়ে একটী নির্জ্জন পর্ণকুটীরে বাস করিয়া নিরন্তর নামকীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন। গোবর্দ্ধন মজুমদারের অল্প বয়স্ক পুত্র রঘুনাথ এই সময়ে বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়নার্থ আসিয়া হরিদাসকে দর্শন করিতেন। হরিদাসের মুখে হরিনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও তাঁহার কৃপালাভ করিয়াই রঘুনাথ বৈরাগ্য ও হরিভক্তি লাভ করেন, এবং পরে শ্রীগৌরের চরণাশ্রয় করিয়া কৃতার্থ হ'ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ইনি দাসগোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।*

---

* মৎপ্রণীত "শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত" দ্রষ্টব্য। সম্ভবতঃ রঘুনাথ এই সময় ৮।৯ বৎসরের বালক। ১৪২০ শকে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ১৪২৮।২৯ শকাব্দে হরিদাস চান্দপুরে আগমন করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিদাসের চান্দপুর

হরিদাসঠাকুর এখানে আচার্য্যগৃহে নির্জ্জনকুটীরে কিছু দিন বাস করেন। একদিন বলরাম আচার্য্য অনেক মিনতি করিয়া হরিদাসকে জমিদার হিরণ্য মজুমদারের সভায় লইয়া গেলেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতা হরিদাসকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সভাস্থ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সাধুসজ্জনেরা হরিদাসের সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে ও সুমিষ্ট আলাপে মুগ্ধ হইয়া সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করেন শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ হরিনাম মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কোন পণ্ডিত বলিলেন,হরিনামে পাপক্ষয় হয়; কেহ বলিলেন,নাম করিলে জীবের মোক্ষলাভ হয়। শেষে হরিদাস বলিলেন, এ দুইয়ের কোনটিই হরিনামের ফল নহে । ভক্তিসহকারে হরিনাম সাধনে

আগমন ও তথা হইতে শান্তিপুরে প্রত্যাগমনের বিবরণ বিবৃত আছে। উক্ত গ্রন্থে হরিদাসের পরিভ্রমণের কোন ক্রম স্পষ্টরূপে লিখিত নাই। বর্ণনার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া না দেখিলে নানাপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সবিশেষ সম্ভাবনা। এইজন্য "ভক্তির জয়"-লেখক অনবধানতা বশতঃ লিখিয়াছেন যে, হরিদাস বেণাপোল হইতে চান্দপুরে আইসেন, এবং তথা হইতে শান্তিপুরে গমন করিয়া অদ্বৈত আচার্য্যসহ পরিচিত হইয়াছিলেন। আচার্য্যসহ হরিদাসের পরিচয় শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবেরও বহু পূর্ব্বে। অপিচ, ১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্মের সময় হরিদাস শান্তিপুরে অদ্বৈতসহ উৎসব করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচরিতামৃতের প্রমাণ সহ ইতঃপূর্ব্বে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । বেণাপোল হইতে হরিদাস চান্দপুর আইসেন নাই—বেণাপোলের তপস্যাশ্রম পরিত্যাগের অন্ততঃ ৩৮ বৎসর পরে ১৪২৮।২৯ শকে শান্তিপুর হইতেই চান্দপুর আসিয়াছিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে জীবের যে নির্ম্মল প্রেমানুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাই নামের প্রকৃত ফল। পাপক্ষয় অথবা মুক্তি নামসাধনের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানুভব শ্রীধরস্বামীর এই শ্লোকটীর অর্থ গ্রহণ করুন,—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধে র্জয়তি জগন্মঙ্গলহরের্নাম॥"*

সকলে হরিদাসকেই এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন হরিদাস বলিলেন, দেখুন,—সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যেমন অন্ধকারের বিনাশ হয়, এবং দস্যু, চোর ও নিশাচর রাক্ষস প্রভৃতির আর ভয় থাকে না; পক্ষান্তরে সূর্য্য উদয় হইলে জগৎ প্রকাশিত হয় ও সকলেই গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ জগন্মঙ্গল শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের প্রারম্ভেই অজ্ঞানতা ও পাপান্ধকার বিনষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ নামে অনুরাগ জন্মিলে শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু, নামাভাসেই তাহা লাভ হয়। দেখুন, অজামিল মৃত্যুকালে অবশচিত্তে স্বীয় পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। † কিন্তু সালোক্য-

* জগন্মঙ্গল শ্রীহরির নাম জয়যুক্ত হউক। অজ্ঞানান্ধকার-জলধির তরণীর ন্যায় উহা একবার মাত্র উদিত হইলে সকল লোকের অখিল পাপরাশি দূরীভূত হইয়া থাকে।

† "ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ষষ্ঠ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়।

সাযুজ্যাদি * পাঁচপ্রকার মুক্তি ভগবান ভক্তগণকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা শ্রীহরির সেবাময় বিশুদ্ধ প্রেম ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না।

"তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতেরগণ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥"
"হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

হরিদাসের মুখে এইরূপ নামমহিমা শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণ

* "সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত। ৩য় স্কন্ধ।

পুলকিত হইলেন। কেবল গোপালচক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ যৌবনসুলভ চপলতাবশতঃ হরিদাসকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এব্যক্তি লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত ছিল, এবং মজুমদার-দিগের সংসারে আরিন্দাগিরি করিত; প্রতিবৎসর বারলক্ষ টাকা সদর খাজানা গৌড়ের নবাবকে প্রদান করা ইহার কার্য্য ছিল। উদ্ধত যুবক, নামাভাসে মুক্তিলাভ হয় শ্রবণ করিয়া এবং সভাস্থ পণ্ডিতগণকে হরিদাসের অনুবর্ত্তী হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে বলিল, পণ্ডিতগণ! এই ভাবুক লোকটার অদ্ভুত কথা একবার শুনুন। কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে যে মুক্তি পাওয়া যায় না, ইনি বলিতেছেন, নামাভাসে অনায়াসেই তাহা লাভ হয়। ব্রাহ্মণের উপহাস বাক্য শুনিয়া হরিদাস বিনীতবচনে বলিলেন, "আপনি অনর্থক সন্দেহ করিতেছেন কেন? নামাভাস-মাত্রে মুক্তি লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রের উপদেশ। প্রেমভক্তির নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু, এইজন্য প্রেমিক ভক্তগণ তাহা কখনও ইচ্ছা করেন না।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, যদি নামাভাসে মুক্তি হয়, তাহা হইলে আমি নাক কাটিয়া ফেলিব! হরিদাসও দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন, যদি না হয়, তবে নিশ্চয় আমার নাক কাটিব!

"হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয়॥
বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে আমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥

হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ।

হরিদাসের এই প্রকার অবমাননা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। বলরাম আচার্য্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "রে তার্কিক মূর্খ! তুই মুক্তির কি জানিস্? তুই যে হরিদাস ঠাকুরের অপমান করিলি, এই অপরাধে তোর সর্ব্বনাশ হইবে।" হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ তাহাকে কর্ম্ম-চ্যুত করিয়া বাটী প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হরিদাস সভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, সভাস্থ সকলে করযোড়ে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস সহাস্যমুখে মধুর বচনে বলিলেন, আপনারা কিছু মনে করিবেন না, আপনাদের কোনও দোষ নাই; আর এই ব্রাহ্মণও অতি অজ্ঞ, ইহার তর্কনিষ্ঠমন, নামমহিমা কখনও তর্কের গোচর নয়, ইহার দোষ কি? ভগবান আপনাদের কল্যাণ করুন, আমার দ্বারা যেন কাহারও অনিষ্ট না হয়।

"তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠমন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সবতত্ত্ব॥
যাও ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ নাহউ কাহার॥"

শ্রীচৈঃ চঃ।

কথিত আছে, এই ঘটনার অল্প দিন পরেই এই ব্রাহ্মণ যুবক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। হরিদাস তাহা অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিতচিত্তে চান্দপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিপুরে গমন করেন।* এই বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

"যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

* হরিনদী-গ্রামে ও সপ্তগ্রামে—দুই স্থানে দুই জন ব্রাহ্মণ নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে হরিদাসের অবমাননা করিয়াছিল ; এই দুইটীই স্বতন্ত্র ঘটনা। প্রথমটী শ্রীবৃন্দাবন দাস, ও দ্বিতীয়টী শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন! কিন্তু "ভক্তির জয়"-লেখক গোপাল চক্রবর্ত্তীকেই হরিনদী-গ্রামনিবাসী স্থির করিয়া দুইটী ঘটনাকে একটীতে পরিণত করিয়াছেন! হরিনদী গ্রামের ব্রাহ্মণ, উচ্চসংকীর্ত্তনের বিরোধী ; এবং গোপাল চক্রবর্ত্তী, নামাভাসে মুক্তি হয়, কেবল এই মতের বিরোধী—সুতরাং বিরোধের কারণও স্বতন্ত্র। অপিচ, হরিনদী গ্রামের সভাসদ্‌গণ হরিদাসকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার অবমাননাকারী ব্রাহ্মণকে কিছুমাত্র তিরস্কার করেন নাই। কিন্তু সপ্তগ্রামের সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী বিশিষ্টরূপে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ ও অনুধাবন করিলে "ভক্তির জয়"-রচয়িতা এস্থলেও ভ্রমে পতিত হইতেন না।

নবম অধ্যায়।

নানাস্থানে ভ্রমণ—কুলীনগ্রামে আগমন।

ইহার পর হরিদাস,কখন ফুলিয়ায়,কখন শান্তিপুরে আচার্য্য-ভবনে অবস্থান করিতেন; এবং কখন কখন নানাস্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক হরিনাম ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ে তিনি একবার কুলীনগ্রামের 'খান'-উপাধিধারী সত্যরাজ ও রামানন্দ বসুর গৃহে গমন করিয়া তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "মেমারী" রেলওয়ে ষ্টেষণের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কুলীনগ্রাম অবস্থিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে কুলীনগ্রাম ও তন্নিবাসী "বসুজ" মহাশয়েরা সবিশেষ বিখ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে ইহাঁরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই বংশের মালাধর বসু বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, ইনিই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গভাষায় কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ইহাঁর প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"-গ্রন্থই বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্য।* ইহাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাৎকালিক

---

* মালাধর বসু, ১৩৯৫ শকে এই কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। যথা :—

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

গৌড়েশ্বর ইহাঁকে "গুণরাজ খান" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥ *
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণ নাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

---

* রেশম-নির্ম্মিত যে রজ্জুদ্বারা জগন্নাথবিগ্রহকে বন্ধন করিয়া রথোপরি স্থাপিত করা হয়, তাহার নাম "পট্টডোরী"। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থান কালে একবার রথযাত্রার সময় এই "পট্টডোরী" ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, সত্যরাজ ও রামানন্দ বসুকে তিনি বলিয়াছিলেন;—

"কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতি বৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি দিল তারে ছিণ্ডা পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

ইহার পর সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু প্রতি বর্ষে রথযাত্রার সময় কুলীনগ্রাম হইতে পট্টডোরী প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেন। প্রায় ৪০০ চারিশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, অদ্যাপি রামানন্দ বসুর বংশধরেরা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের

মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ, ও তৎপুত্র রামানন্দ বসু, মহাপ্রভুর পরিকর ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাঁদের সম্বন্ধে নিজ মুখে বলিয়াছেন ;—

"প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ।

হরিদাসের কুলীনগ্রামে আগমন সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই। সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রভৃতি যে হরিদাসকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, শ্রীচরিতামৃত পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। হরিদাস, সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রভৃতির শ্রদ্ধা অনুরাগে প্রীত হইয়া কিয়দ্দিবস কুলীনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি না আমরা অবগত নহি। কিন্তু, হরিদাস, কুলীনগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নিবিড়

আদেশ মান্য করিয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে জগন্নাথক্ষেত্রে পট্টডোরী প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। শুনিয়াছি, এই ডোরী উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে শতাধিক টাকা ব্যয়িত হয়। উক্ত বংশোদ্ভব আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু—যাঁহার প্রতি এক্ষণে পট্টডোরী প্রেরণের ভার অর্পিত আছে, তাঁহার প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইয়াছি যে, মধ্যে ৮। ১০ বৎসর পট্টডোরী প্রেরিত না হওয়ায়, ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য জগন্নাথের পাণ্ডা কুলীন গ্রামে আসিয়াছিল। ১৩০২ সাল হইতে পুনর্ব্বার যথারীতি পট্টডোরী প্রেরিত হইতেছে।

অরণ্যের মধ্যে যেস্থানে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন, অদ্যাপি তাহা পরম যত্নে রক্ষিত হইতেছে। হরিদাসের সেই ভজনস্থলী এখন "হরিদাস ঠাকুরের আখ্ড়া" নামে বিখ্যাত। কাল পরিবর্ত্তনে এই স্থান এখন আর অরণ্যময় নহে। রামানন্দ বসুর ভদ্রাসনের অতি নিকটে জগদানন্দ পাঠক নামক জনৈক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না; এই জন্য হরিদাস ইহঁাকে "লক্ষপতি" বলিতেন, এবং ইহঁার ভক্তিভাব ও সাত্বিক-প্রকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইহঁার গৃহে ভোজন করিতেন। এই ভোজন-স্থানও প্রাচীরবেষ্টিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা "হরিদাস ঠাকুরের পাট" নামে প্রসিদ্ধ। কুলীনগ্রামস্থ হরিদাস ঠাকুরের "আখ্ড়া" ও "পাট" বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হরিদাস যে কুলীনগ্রামে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে কুলীনগ্রামে তিনি কোন্ সময়ে আসিয়াছিলেন—মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পূর্ব্বে কি পরে—তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। এসম্বন্ধে কুলীনগ্রামে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পরে হরিদাস কুলীনগ্রামে আগমন করেন, এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের সাধুতাতে প্রীত হইয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেই হরিদাস তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি কখন নবদ্বীপে, কখন বা শান্তিপুরে বাস করিতেন, ভক্তমণ্ডলী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই। সুতরাং অনুমিত হয়, ১৪২৯।৩০

শকাব্দের পূর্ব্বে—অর্থাৎ মহাপ্রভুর ভক্তিপ্রচারের পূর্ব্বে কোনও সময়ে হরিদাস কুলীনগ্রামে আসিয়াছিলেন।

সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু যবনকুলজাত হরিদাসকে সম্মান সহকারে গ্রহণ ও আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের সমধিক উদারতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, হরিদাসের অন্তর্দ্ধানের পর, ইহাঁরা তাঁহার দারুময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া যথারীতি তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই প্রতিমূর্ত্তি কুলীনগ্রামের হরিদাস-ঠাকুরের"আখ্‌ড়ায়" একটী মন্দিরমধ্যে মহাপ্রভু ও শ্যামসুন্দর-বিগ্রহের সহিত সংস্থাপিত রহিয়াছে। ফলতঃ কুলীনগ্রামের বৈষ্ণবগণ যে হরিদাসকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি করিতেন, এই ঘটনায় তাহা স্পষ্টতর প্রতীয়মান হইতেছে। হরিদাসও সত্যরাজ প্রভৃতিকে বিশেষ কৃপা করিতেন। বোধ হয় এই কারণে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কুলীনগ্রামিগণকে হরিদাসের কৃপাভাজন-রূপে ও তাঁহার উপশাখার মধ্যে গণিত করিয়াছেন। *

* "তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামিজন। সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন।" শ্রীচরিতামৃতের এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, সত্যরাজ প্রভৃতি হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। হরিদাস মুসলমান কুলোদ্ভব হইলে সত্যরাজ প্রভৃতি কুলীনগ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতেন না,—এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কেহ কেহ আবার হরিদাসকে ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ফলতঃ সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু প্রভৃতি হরিদাসের নিকট কস্মিন্ কালেও মন্ত্রগ্রহণ করেন নাই, এবং হরিদাস কাহাকেও মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন, এরূপ শুনা যায় না।

হরিদাস কুলীনগ্রামে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া শান্তিপুর গমন পূর্ব্বক আচার্য্যসহ পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার দশম পরিচ্ছেদে মূলশাখা বর্ণনার মধ্যে সত্যরাজ প্রভৃতিকে হরিদাসের উপশাখার মধ্যে গণনা করিয়া ঐ পরিচ্ছেদেই আবার সাধারণ শাখার অন্তর্গত রূপে ইহাঁদিগের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ প্রভুর শাখার মধ্যেও রামানন্দ বসুর নাম সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামানন্দ বসুর পরিবারগণ অদ্যাপি শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় খড়দহের গোস্বামিগণের শিষ্য। কুলীনগ্রামে হরিদাস ঠাকুরের যে শ্রীবিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজিত আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে দেড়হস্ত পরিমিত, আকৃতি মুসলমান ফকিরের ন্যায়, এবং মস্তক টুপীসমন্বিত। এখানে হরিদাস মুসলমান সন্তান বলিয়াই বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

দশম অধ্যায়।

নবদ্বীপে ভক্তগোষ্ঠীতে আগমন ও শ্রীচৈতন্যসহ মিলন।

শ্রীহরিদাস, ফুলিয়ার আশ্রমে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে,নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া অপূর্ব্ব ভক্তিরসে বিভোর হইয়াছেন ; নবদ্বীপস্থ ভক্তমণ্ডলী তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দিবারাত্র হরিনামসংকীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তির বিপুল উচ্ছ্বাসে নবদ্বীপ টলমল করিতেছে। যে পূর্ণব্রহ্ম বেদ-বেদান্তে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" * যে পরমাত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই, তিনি কি প্রকারে জরামরণধর্ম্মশীল মানবরূপে অবতীর্ণ হইবেন, ভক্তগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে এ কথা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং শ্রীগৌরের দেহে অষ্টসাত্ত্বিক † ভাবের আবির্ভাব দর্শনে

---

* "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ।"

কঠোপনিষৎ, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী।

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হ'ন নাই, এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

† "তে স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

সাত্ত্বিকভাব আটপ্রকার,—স্তম্ভ,স্বেদ, রোমাঞ্চ, (পুলক) স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। (প্রলয়ঃ=মূর্চ্ছা—ইতি ভরতঃ।)

একান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণাবতার জ্ঞান করিয়া মহানন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। * হরিদাস এই সমস্ত অবগত হইয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন এবং মহাপ্রভু ও ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

"স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ অশ্রুস্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

* "মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সনে॥
সবে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লেখিতে না পারে কেহ আপন ঈশ্বর॥
সর্ব্ব বিলক্ষণ তাঁর পরম আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥"
"অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবত গণে।
নরজ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে॥
কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার।
কেহ বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥
কেহ বলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ।
কেহ বলে হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী।
তারা বলে কৃষ্ণ আসি জন্মিলা আপনি॥
কেহ বলে এই বুঝি প্রভু অবতার।
এই মত মনে সব করেন বিচার॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

অদ্বৈত আচার্য্যও এই সময়ে নবদ্বীপের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্তের মহাভাবময় অলৌকিক প্রেমোচ্ছ্বাস অবলোকনে তিনি তাঁহাকে আর সাধারণ মানুষ জ্ঞান করিতে পারিলেন না। শ্রীহরি কলি-কলুষনাশ করিয়া জীবোদ্ধারের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। এ বিষয়ে তিনি এক দিন রাত্রিকালে স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভগবানের অবতরণের জন্ত আচার্য্য নিরন্তর প্রার্থনা করিতেন; এত দিন পরে তাঁহার প্রার্থনা সুসিদ্ধ হইল মনে করিয়া আচার্য্যের আনন্দের আর অবধি রহিল না। একদিন তিনি নানা উপচারে শ্রীগৌরের চরণপূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, যোগবাশিষ্ঠাদি জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রালোচনায় বিশেষ আমোদানুভব করিতেন। যদিও তিনি হৃদয়ে শ্রীগৌরকে ভগবানের পূর্ণাবতাররূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের সহিত তাহার সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই; বোধ হয় এই নিমিত্ত সন্দিগ্ধচিত্তে, শ্রীহরি যথার্থই অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা—ইহা পরীক্ষা করিবার জন্ত একদিন অকস্মাৎ হরিদাসকে সমভিব্যাহারে লইয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। আচার্য্যের মনের নিগূঢ় ভাব এই যে,—

"সত্য যদি প্রভু হয় মুই হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ পাশ॥"

ইহার পর দিনে দিনে শ্রীচৈতন্যের মহাভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে প্রতিনিশাতে গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিধ্বনির গর্জ্জন হুঙ্কারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ

হইয়া পাষণ্ডিগণ শ্রীবাসকে নানাপ্রকারে ভয়প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ইহার কিছুদিন পরে অবধূত নিত্যানন্দ আসিয়া মিলিত হইলেন। নবদ্বীপে প্রেমভক্তির মহাতরঙ্গ উত্থিত হইল। শুষ্ক তর্কবাদ ও আড়ম্বরময় কর্ম্মকাণ্ডের মরুভূমিতে বাস করিয়া যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার হৃদয় উৎকট অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইতেছিল,তাঁহারা ভক্তিবারিবিন্দু পান করিয়া তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিবার জন্য এই ভক্তগোষ্ঠীতে আসিয়া যোগদান করিলেন। অদ্বৈত আচার্য্যকে ভক্তমণ্ডলীতে না দেখিয়া একদিন চৈতন্যদেব বলিলেন, এখন কোথায় ঘরে ঘরে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়া জীব উদ্ধার হইবে, কিন্তু আচার্য্য হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্য শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতকে আদেশ করিলেন, তুমি গিয়া আচার্য্যকে লইয়া আইস। শ্রীরাম (রামাই পণ্ডিত) যথাকালে শান্তিপুরে উপনীত হইয়া আচার্য্যকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আদেশ নিবেদন করিলে, অদ্বৈত সপরিবারে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়ভাব জানিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া,ও তাঁহার অপরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে আচার্য্য বিমুগ্ধ হইলন। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইল। অনন্তর আচার্য্য বিবিধ উপচারে শ্রীগৌরের চরণপূজা ও তাঁহার স্তব করিয়া চরিতার্থ হইলেন। আচার্য্যের আগমনে শ্রীবাস গৃহে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল।

"সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দে উল্লাসে।
আপন প্যসরে সবে রসের আবেশে॥

সবে সবা প্রশংসিয়া বলে ধন্য ধন্য।
তুচ্ছ করি মানে সুখ কৈবল্য লাবণ্য॥
দিবানিশি নাহি জানে প্রেমানন্দ সুখে।
নিরবধি বিহ্বলতা অন্তর কৌতুকে॥
সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ হয়ত রজনী।
সন্ধ্যায় নাচয়ে সে উদয়ে দিনমণি॥”

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল—মধ্যখণ্ড।

হরিদাস আচার্য্যের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি এখন আর যুবা নহেন; বয়ঃক্রম অনধিক ৬০ ষাটি বৎসর। কিন্তু তপঃপূত পুণ্যময় দেহ এই বৃদ্ধবয়সেও অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভায় সমুদ্ভাসিত, সুদীর্ঘ সুন্দর কলেবর যেন ভক্তিরসে অভিষিক্ত। তিনি ভাবাবেশে যখন সিংহবৎ গর্জ্জন করেন, তখন পৃথিবী যেন কম্পিত হয়।

“হেনই সময়ে হাসয়ে হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর যাহার উল্লাস॥
কৃষ্ণপদাম্বুজমধুময়মূর্ত্তিভৃঙ্গ।
রসের আবেশে হয় তরুণীর সিংহ॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস বলি প্রভু ডাকে সম্ভাষিয়া॥”—শ্রীচঃ মঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্র হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে সুগন্ধিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন, এবং আপনার গলদেশ হইতে পুষ্পমালা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পরে চৈতন্য প্রভু হরিদাসকে নিকটে বসাইয়া পরমাদরে বিবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী ভোজন করাইলেন। শ্রীগৌরের এতাদৃশ

কৃপা লাভ করিয়া হরিদাস অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন ও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। হরিদাস এইরূপে নবদ্বীপে ভক্তগোষ্ঠীতে মিলিত হইয়া নিরন্তর নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্য,গভীর গর্জ্জন,অজস্র অশ্রুপাত ও অসাধারণ দৈন্যবিনয় ব্যাকুলতা দর্শনে সকলে বিশেষ প্রীত হইলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে, বেলা এক প্রহর হইতে সমস্ত দিবা ও সমস্ত রজনী—এই সপ্ত প্রহর কাল সংকীর্ত্তন ও আপনার মহাভাব ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ প্রথমতঃ তাঁহার অভিষেক ও পূজা করিলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গসুন্দর মহাভাবে বিভোর হইয়া ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ ও বরপ্রদান করেন। এই দিনের ঘটনা বৈষ্ণবসমাজে "সাত প্রহরিয়া বা মহাপ্রকাশ" নামে প্রসিদ্ধ। চৈতন্যচন্দ্র অন্যান্য ভক্তের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া হরিদাসকে আহ্বান করিলেন। হরিদাস আপনাকে নীচজাতি জ্ঞানে বিনয়ে কুণ্ঠিত হইয়া সকলের পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হরিদাস! তোমার যে জাতি, আমারও সেই জাতি। আমার এই দেহ হইতেও তুমি বড়। পাপিষ্ঠ যবনগণ তোমাকে যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পাষণ্ডগণ তোমাকে যখন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে করিতে নগরে নগরে বেড়াইতেছিল, তখন আমি তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত চক্র হস্তে লইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলাম।* কিন্তু দুরাচার-

* শ্রীচৈতন্যদেব এই সমস্ত কথা মহাভাবের অবস্থায়, অর্থাৎ আপনাকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নবোধে বলিতেছেন, একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

গণ-তোমার প্রাণবিনাশের জন্য অতি নির্দ্দয়রূপে তোমাকে প্রহার করিলেও তুমি মনে মনে এই পাপাচারীদের কল্যাণ-কামনা করিতেছিলে। তুমি যার কল্যাণ চিন্তা কর, আমি তার কি করিতে পারি? এইজন্য আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমার পৃষ্ঠের প্রহার সকল আমি নিজ দেহে ধারণ করিলাম। হরিদাস! আমার অবতা-রের যাহা কিছু বিলম্ব ছিল, ইহাতে তাহাও দূর হইয়া গেল। তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই আমি অবতীর্ণ হইলাম* হরিদাস! অদ্বৈত বুড়াই তোমাকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়া-ছেন"।

হরিদাসের প্রতি চৈতন্যপ্রভুর ঈদৃশ কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন;—

"ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কিনা বলে কিনা করে ভক্তের কারণে॥

---

*"তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লও।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কও॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইনু তোর দুঃখ না পারেঁ। সহিতে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে, হরিদাস যে সময় যবনগণের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করেন, তখন চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন নাই। অর্থাৎ এই ঘটনা ১৪০৭ শকেরও পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
হেন কৃষ্ণ ভক্ত দুঃখে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব দোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিব হরিদাস-প্রীতি গৌরহরি॥"

হরিদাস মহাপ্রভুর এই সমস্ত করুণা-বাণী শ্রবণ করিয়া বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌর বলিলেন,—

"——উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥"

হরিদাস শ্রীচৈতন্যের কথায় বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, এবং অঙ্গনে লুণ্ঠিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে শ্রীগৌরের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন;——

"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা পড়িক তোমাত॥
নির্গুণ অধম সর্ব্ব জাতি বহিস্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান॥
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ স্মরণে॥

কীটতুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড় ॥"
"হেন তোর চরণস্মরণহীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িল তুঞি ॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার।
এক বহি প্রভু কিছু না চাহিমু আর ॥"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, হরিদাস! বল, বল তোমার কি প্রার্থনা? তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। হরিদাস করযোড়ে বলিলেন, প্রভু, আমি পাপী, তথাপি আমার বড় আশা, যে, তোমার ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া যেন আমি জন্ম জন্ম জীবন ধারণ করি। ইহাই যেন আমার ভজন সাধন হয়। আমি মহাপাপী, ইহাতেও আমার অধিকার নাই।

"মুঞি অল্প ভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ ॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম ॥
তোমার স্মরণহীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥
এই মোর অপরাধ যেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহয়ে যে মোহার যোগ্য নয় ॥
প্রভুরে নাথরে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর ॥

শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥"

প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া হরিদাস এইরূপে অনেক দৈন্যোক্তি করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, হরিদাস! তুমি দৈন্য পরিত্যাগ কর। মুহূর্ত্তমাত্র যে তোমার সঙ্গলাভ করে, সে-ই ভক্তশ্রেষ্ঠ, সে-ই ভগবানকে লাভ করিবে। আমি নিরন্তর তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছি। তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিলেই আমাকে করা হয়। তুমি প্রেম-ডোরে সর্ব্বদা আমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছ। হরিদাস!

"মোরস্থানে মোর গর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥"

হরিদাসকে শ্রীগৌরচন্দ্র যখন এই বর দান করিলেন, তখন ভক্তগণ মহোল্লাসে হরিনামের জয়ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিলেন। হরিদাস শ্রীচৈতন্য প্রভুর কৃপা স্মরণ করিয়া কেবল আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জাতি-কুলের অভিমান যে মিথ্যা অভিমান মাত্র, এবং ভক্ত যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি যে সকলের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র, এই উপদেশ দিবার জন্য হরিদাসের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে পরমভাগবত বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন ;—

"জাতিকুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনা নাপায় কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস স্তুতি বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিবে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
এ বচন মোর নহে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস পরশনে সর্ব্ব পাপক্ষয়॥
কেহ বলে চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।
কেহ বলে যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হেন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মর্জ্জন॥
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥”

একাদশ অধ্যায়।

নবদ্বীপে হরিনামপ্রচার।

হরিদাস নবদ্বীপধামের ভক্তমণ্ডলীতে বাস করিতেছেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ পরিকরগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া ইষ্টালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিদাস হরিগুণ গান করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন।

"শুদ্ধ অক্রূরমণি স্ফটিক গলায়।
হেমমণি মঞ্জীর মুখর দুই পায়॥
পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন।
প্রেমে টলমল তনু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ সুখে॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে,

"হাসিয়া কহিলা প্রভু ভক্ত সবাকারে।
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে॥
নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ বৈসে যত জন।
চণ্ডাল দুর্গতি কিবা ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থধরি।
অনায়াসে সবলোক যাউ ভবতরি॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

শ্রীচৈতন্য প্রথমতঃ নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন, আমার আদেশে তোমরা এই নগরের গৃহে গৃহে গমন করিয়া হরিনাম উপদেশ করিবে,এবং দিবাবসানে আমার নিকট আসিয়া সংবাদ দিবে। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড।

ইহঁাদের উভয়ের সন্ন্যাসিবেশ অবলোকনে গৃহস্থগণ সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া "ভিক্ষা"-নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল। ইহঁারা বলিলেন, আমরা আর কোন ভিক্ষা চাইনা, কেবল

"——এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

ইহঁাদিগের এই অপরূপ ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া নগরবাসিজনগণ বিস্মিত হইল ; এবং নগরমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। কেহ নিন্দা করিল, কেহ প্রশংসা করিল। কেহ বলিল,হঁা হঁা আমরা হরিনাম করিব। যাহারা শ্রীবাসগৃহে নিশাকীর্ত্তনে প্রবেশ করিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারা "মার মার" করিয়া আসিল ও বলিতে লাগিল, তোমরা সঙ্গদোষে পাগল হইয়া এখন আমাদিগকে পাগল করিতে আসিয়াছ। নিমাই পণ্ডিত সব নষ্ট করিল, ইহারই দোষে সভ্যভব্য লোক সকল পাগল হইয়া গেল। কেহবা বলিল ;—

"——এ দুজন কিবা চোর চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে।
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে॥"

নগরবাসিগণের এই সকল কথা শুনিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রীগৌরের আজ্ঞাক্রমে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া প্রতিদিন লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম ঘোষণা করেন, আর সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরচরণে প্রচারবৃত্তান্ত নিবেদন করেন। একদিন ইহাঁরা নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, দুইজন বিকটমূর্ত্তি মদিরোন্মত্ত ব্যক্তি পথিমধ্যে ছুটাছুটি ও পরস্পর মারামারি করিতেছে। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ইহাদের নাম জগাই ও মাধাই। ইহারা দুই ভাই ব্রাহ্মণ সন্তান, কুসঙ্গে পড়িয়া চুরি ডাকাতি মদ্যপান গোমাংস ভোজন পরস্ত্রীহরণ গোবধ ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা ইত্যাদি কোন পাপকেই ইহারা পাপ বলিয়া গ্রাহ্য করে না। এই দুই পাষণ্ডের ভয়ে সমুদায় নবদ্বীপবাসী সর্ব্বদা সশঙ্ক। এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দের করুণহৃদয় ব্যথিত হইল। পাপীর দুর্গতি দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন;— যদি এই মহাপাপী দুইজনার উদ্ধার না হইল, তবে আর প্রভু অবতীর্ণ হইয়া কি করিলেন? এখন ইহারা মদ্যপানে যে প্রকার মত্ত হইয়াছে, সেইরূপ যদি শ্রীহরির নামরসে উন্মত্ত হইয়া অশ্রুপাত করে,—এখন লোকে ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইতেছে, কিন্তু ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহারা যদি গঙ্গাস্নান জ্ঞান করে, তবেই আমাদের

হরিনাম প্রচার করা সার্থক। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি হরিদাসকে বলিলেন, দেখ হরিদাস! পাপী দুইজনার দুর্দ্দশা একবার দেখ। ইহাদের যমযন্ত্রণা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। যবনগণ তোমার প্রাণান্ত করিবার জন্য তোমাকে নিদারুণরূপে প্রহার করিয়াছিল,কিন্তু তুমি তাহাদের শুভকামনা করিয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলে। তুমি ইহাদের শুভানুসন্ধান করিলে ইহারা পরিত্রাণ পাইতে পারে। তোমার সংকল্প প্রভু কখনও অন্যথা করিবেন না। হরিদাস নিত্যানন্দের অভিপ্রায় ভালরূপ জানিতেন,বলিলেন ;—

"তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও॥"

অনন্তর নিত্যানন্দ ও হরিদাস, দুইজনে পরামর্শ করিয়া জগাই মাধাই-এর নিকট সর্ব্বপাপহারী হরিনাম প্রচার করিতে সংকল্প করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন ;—

"সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভারমাত্র আমা দোহাকার।
বলিলে না লয় যবে সেই ভার তাঁর॥"

নিত্যানন্দ ও হরিদাস, জগাই মাধাই-এর প্রতি অগ্রসর হইবামাত্র নগরের ভদ্রলোকগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, আপনারা কি ইহাদের নিকট গিয়া প্রাণ হারাইবেন? এই পাষণ্ডদের কি সন্ন্যাসী বলিয়া কোন জ্ঞান আছে? তাই আপনারা এত সাহস করিতেছেন? নিত্যানন্দ ও হরিদাস

একথা গ্রাহ্য করিলেন না, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহাদের কথা যেন জগাই মাধাই শুনিতে পায়, এরূপ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চরবে বলিলেন ;—

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥"

এই কথা শুনিবামাত্র জগাই মাধাই মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, এবং মহাক্রুদ্ধ হইয়া "ধর ধর ধর" বলিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি ধাবমান হইল। পাষণ্ডদের বিকটমূর্ত্তি দর্শনে ও ভৈরব হুঙ্কার তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন ; জগাই মাধাইও পশ্চাদ্ধাবিত হইল, দর্শকগণের মধ্যে কেহ বা "হায় হায়" করিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ বলিল, নারায়ণ আজ ভণ্ডতপস্বীদের উচিত শাস্তি করিলেন। যাহা হউক, প্রচারকদ্বয় পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। হরিদাস বৃদ্ধ—যুবা নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড়িতে না পারিয়া রহস্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ভগবান যবনগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আজ তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যুতে প্রাণটা গেল ; চঞ্চল লোকের কথায় মদ্যপায়ীকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলে এই প্রকার শাস্তিই হয়। তখন দুই জনে "আনন্দ কোন্দল" উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ বলিলেন, আমি কিসে চঞ্চল হইলাম? প্রভুর আদেশে আমরা দুইজনে হরিনাম প্রচার করিতে আসিয়াছি, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনও করিতে পারি না, আদেশ পালন করিলেও আবার এই বিপদ। দুই

জনে উপদেশ করিয়া আমিই কেবল দোষভাগী হইলাম, এ তোমার কেমন বিচার! জগাই মাধাই তখনও ইহঁাদের অনু-সরণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, শেষে মদ্যের বিক্ষেপে (নেশার ঝেঁাকে) দুই জনে বিবাদ বাধিয়া গেল। নিতাই ও হরিদাস এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ও সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইএর বিবরণ শ্রবণে প্রথমে ক্রোধ-প্রকাশ করিলে, নিত্যানন্দ বলিলেন, ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্বভাবতঃ হরিনাম করে, তাহাতে আর তোমার মহিমা কি? কিন্তু এই দুই জন পাপকর্ম্মব্যতীত আর কিছুই জানে না। ইহাদিগকে যদি হরিনামে কাঁদাইতে পার, তবেই তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক। বিশ্বম্ভর হাস্য করিয়া বলিলেন, নিতাই! ইহারা যখন তোমার দর্শন পাইয়াছে, এবং তুমি ইহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অচিরাৎ শ্রীহরি ইহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ভক্তগণ শ্রীগৌরের এই আশ্বাসবাক্যে প্রীত হইয়া জয়ধ্বনি করি-লেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য ও হরিদাসের মধ্যে পরস্পর পরিহাসরসিকতা চলিত। হরিদাস রহস্যচ্ছলে নিত্যানন্দের প্রচারবৃত্তান্ত আচার্য্যকে এইরূপে বলিতে লাগিলেন;—

"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সেবা কোন্ দিকে যায়॥"
"কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥

মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার॥"

হরিদাসের কথায় বৃদ্ধ অদ্বৈতের হাস্যরস উচ্ছলিত হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, নিতাই একজন মাতাল, মাতালের সঙ্গে মাতালের সংযোগ ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু তুমি নিষ্ঠাবান ভক্ত হইয়া তাহার মধ্যে কেন? হরিদাস! আমি নিতাই-এর চরিত্র বিলক্ষণ জানি, সে নিজে মাতাল, আর সকলকে মাতাল করিয়া তবে ছাড়িবে। দুই তিন দিন পরে দেখিবে, জগাই মাধাই মাতাল দুইটাও ভক্তগোষ্ঠীতে আসিয়া নিমাই ও নিতাই-এর সঙ্গে নৃত্য করিতেছে, ইহারা সব একাকার করিবে, এস, এই সময় তুমি আমি "জা'ত" লইয়া পলায়ন করি।

ইহার পর নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই মাধাই-এর পরিত্রাণ হয়। মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে মট্‌কীভাঙ্গা প্রহার করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের অলৌকিক প্রেম ও ক্ষমা দর্শনে জগাই মাধাই-এর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাদের উৎকট অনুতাপ ও রোদন বিলাপ দর্শনে লোকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। পরে ভক্তদলে মিলিত হইয়া ইহারা পরম সাধু হইয়া উঠিয়াছিল। জগাই মাধাই-এর উদ্ধার অতি অলৌকিক ঘটনা। এই সকল বৃত্তান্তের সবিস্তার বর্ণন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, প্রসঙ্গতঃ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল মাত্র।

অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে প্রকৃতি-বেশে অভিনয় করিয়াছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতি কেহ বিদূষক, কেহ নারদ ইত্যাদি সাজিয়াছিলেন। হরি-

দাস বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল সাজিয়া হরিনাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। হরিদাসের মস্তকে প্রকাণ্ড পাগড়ী, পরিধানে ধটী, হস্তে বলয় ও অঙ্গদ, পায়ে নূপুর, ওষ্ঠে কৃত্রিম এক যোড়া বড় গোঁফ, হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি ;—এই বেশে হরিদাস প্রথমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন ও চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভাই সকল! আজ জগতের প্রাণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মী-বেশে নৃত্য করিবেন, অতএব তোমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া সাবধান হও।

"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায়॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণ নাম।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥"

হরিদাসকে এই বেশে দর্শন করিয়া দর্শকগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে-তুমি? এখানে কিজন্য আসিয়াছ?" হরিদাস গোঁফ মুচড়া-ইতে মুচড়াইতে দম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"——আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে॥"

কথিত আছে, এই অভিনয়ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ আদ্যাশক্তির বেশে হরিদাসকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্যপান করাইয়াছিলেন।

"তবে সেই ঈশ্বরী হরিদাসের কর ধরি
কোলে বসাইল সে হাসিয়া॥
বসিয়া তাহার কোলে হরিদাস হাসি বলে
পঞ্চম বরিষের যেন শিশু।
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে আনন্দিত সর্ব্বজনে
হরিষ পাইল পক্ষীপশু॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নবদ্বীপ হইতে পুনর্ব্বার শান্তিপুর গমন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্যকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, আচার্য্যের তাহা ভাল লাগে না, শিষ্যও দাসভাবে থাকিতেই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু চৈতন্যপ্রভু জোর করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন, এজন্য তিনি হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া, পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অভিনয়ের পর একদিন শান্তিপুরের বাটীতে আসিলেন। আসিয়া "যোগবাশিষ্ঠ" অবলম্বনে কেবল জ্ঞান-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, গৌরচন্দ্র ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মনো-ভিলাষ পূর্ণ হইবে। হরিদাস আচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কএক দিন পরে, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে শান্তিপুরে আগমন করিলেন। আচার্য্য ভক্তিবাদ খণ্ডন করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে শাসন করেন। আচার্য্য, মনস্কামনা সিদ্ধ হইল মনে করিয়া শ্রীগৌরের চরণে পতিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন।

হরিদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, আচার্য্য ও নিত্যানন্দ, এই প্রভুত্রয়ের সঙ্গে কএক দিন শান্তিপুরে পরমানন্দে বাস করিলেন। পরে সকলে আবার নবদ্বীপ আগমন করিয়া ভক্তমণ্ডলীতে মিলিত

হইলেন। নবদ্বীপ আবার কীর্ত্তন-কোলাহলে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

"নিত্যানন্দ অদ্বৈত তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস॥
শুনিল বৈষ্ণব সব আইলা ঠাকুর।
ধাইয়া আইলা সব আনন্দ প্রচুর॥"

এই সময়ে শ্রীগৌরচন্দ্র মহা উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হইয়া নবদ্বীপে নগর সংকীর্ত্তন করেন। সহস্র সহস্র লোক নানাসাজে সজ্জিত হইয়া মৃদঙ্গমন্দিরা শঙ্খ করতাল প্রভৃতির বাদ্যযোগে নিশাকালে এই মহোৎসবে প্রমত্ত হইয়াছিল। ইহার সবিস্তার বিবরণ বিবৃত করিলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হয়। এই সংকীর্ত্তন চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে হরিদাস এক সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন।*

এইরূপে হরিদাস, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত প্রায় সম্বৎসরকাল নবদ্বীপে ভক্তসমাজে বাস করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ-প্রভু শিখাসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ভক্ত-

---

* যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতেঃ—

"আচার্য্য গোসাঞি আগে জনকত লঞা।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণ সুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥"

কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে ;—

"আগে সম্প্রদায় নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য পরম উল্লাস॥"

মণ্ডলীতে এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র সকলেই বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হরিদাস, রোদন করিতে করিতে শ্রীগৌরের চরণতলে পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

"পঁহু পায়ে হরিদাস করি নমস্কার।
আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার॥"

হরিদাস চৈতন্যপ্রভুর সঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছা করায়, তিনি নিষেধ করেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণার্থ কণ্টকনগরী (কাটঞা) গমন করিলে হরিদাস বিষণ্ণহৃদয়ে ফুলিয়ায় আপনার তপস্যাশ্রমে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র ১৪৩১ শকের মাঘমাসে * কণ্টক নগরীতে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা ও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া হরিদাসের ফুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। চৈতন্য প্রভুকে দর্শনার্থ তথায় লোকারণ্য হইল। তিনি তথা হইতে শান্তিপুরে আচার্য্য ভবনে আগমন করিলেন। হরিদাসও প্রভুর সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। হরিধ্বনিতে শান্তিপুর কোলাহলময় হইল, প্রভুর দর্শন পাইয়া ভক্তগণ সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। আচার্য্যগৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল।

---

* "চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥"

শ্রীচৈঃ চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

"মকর নিকটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥"

শ্রীচৈঃ মঙ্গল, মধ্যখণ্ড।

আচার্য্য মহা আয়োজন করিয়া চৈতন্যচন্দ্রকে ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময় শ্রীচৈতন্য, মকুন্দ ও হরিদাসকে আহ্বান করিলেন। হরিদাস যোড়হস্তে বলিলেন, প্রভু, আমি অতি অধম নীচ জাতি, আমি বাহিরে একমুষ্টি ভোজন করিব। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিলেন। অনন্তর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, হরিদাস এই কীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর চৈতন্যচন্দ্র ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়া নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে, হরিদাস অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন ;—

"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম নাপাইনু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥

শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্যলীলা।

চৈতন্যপ্রভু বলিলেন, হরিদাস! তুমি দৈন্য সংবরণ কর, তোমার দৈন্য রোদনে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। আমি তোমার জন্য জগন্নাথ প্রভুকে নিবেদন করিয়া তোমাকে শ্রীপুরুষোত্তমে লইয়া যাইব। অতঃপর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আচার্য্যের অনুরোধে আরও কএকদিন শান্তিপুরে বাস করিয়া রোরুদ্যমানা জননী ও শোকাকুল ভক্তবৃন্দকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া নীলাচল উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। হরিদাস, ফুলিয়া গমন করিয়া স্বীয় আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীপুরুষোত্তম গমন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হয়েন, এবং ফাল্গুন চৈত্র এই দুইমাস তথায় অবস্থিতি করিয়া ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে তীর্থভ্রমণার্থ দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন। তীর্থভ্রমণে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি ১৪৩৪ শকের রথযাত্রার পূর্ব্বেই নীলগিরিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন, এবং মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাস নামা ব্রাহ্মণযুবককে এই কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রথমতঃ নবদ্বীপ, তৎপরে শান্তিপুরে আচার্য্যভবনে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ নিবেদন করিলেন। এই সংবাদে বঙ্গদেশের ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হইল। নানাস্থান হইতে তাঁহারা আচার্য্যভবনে মিলিত হইতে লাগিলেন। সুহৃৎসমাগমে আচার্য্যগৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল; হরিদাস এই মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়া পরমানন্দলাভ করিলেন।

অনন্তর আচার্য্য ভক্তগণের সহিত যুক্তি করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ দর্শনোদ্দেশে নীলাচল গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং শচীমাতার অনুমতি গ্রহণের নিমিত্ত সকলকে সমভিব্যাহারে

লইয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন। সম্ভবতঃ হরিদাসও আচার্য্যের সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। ইহার পর হরিদাস, আচার্য্যপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় হরিদাসের বয়ঃক্রম আনুমানিক ৬২।৬৩ বৎসর; এই বৃদ্ধবয়সে হরিদাস যুবার ন্যায় উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে পথ অতিক্রম করিয়া যথা সময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপনীত হইলেন।

হরিদাস যবন কুলোদ্ভব বলিয়া আপনাকে অতি নীচ ও পতিত জ্ঞান করিতেন, এবং পাছে অন্যের মর্য্যাদাভঙ্গ হয়, এজন্য সতত সঙ্কুচিত ও বিনীত ভাবে থাকিতেন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে পরম সমাদর ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ অভিমান বা গর্ব্ব উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও অধিক পরিমাণে তিনি লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে ইহার বিপরীত চিত্রই আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। হরিদাসের মনে সর্ব্বদাই এই চিন্তা,—পাপকুলে আমার জন্ম—আমার দেহমন সর্ব্বক্ষণ অপবিত্র, জগন্নাথদেবের মন্দির সমীপে গমন করিতে আমার অধিকার নাই। এইপ্রকার চিন্তাতে হরিদাস আপনাকে অতি নীচ ও মলিন জ্ঞান করিয়া অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না, রাজপথের একপ্রান্তে থাকিয়া দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম ও রোদন করিতে লাগিলেন।

এই যাত্রায় বঙ্গদেশ হইতে প্রায় দুইশত ভক্ত মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর আশ্রম—কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে হরিধ্বনির হুঙ্কার করিতে করিতে

যাইতেছেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন করিয়া লইয়া আসিলেন হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া গৌরাঙ্গপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার হরিদাস কোথায়? তাহাকে দেখিতেছি না কেন? এই কথা শুনিবামাত্র কএকজন হরিদাসের নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, প্রভু তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, শীঘ্র চল। হরিদাস করযোড়ে বলিলেন, আমি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, মন্দিরের নিকটে যাইবার আমার অধিকার নাই। যদি জগন্নাথের সেবকগণ দৈবাৎ আমাকে স্পর্শ করেন, সর্ব্বদাই এই ভয় হয়। যদি কোন নির্জ্জন টোটা * মধ্যে একটু স্থান পাই, তবে সেখানে একাকী থাকিয়া কোনরূপে কালযাপন করিতে পারি। ভক্তগণ হরিদাসের এই প্রার্থনা শ্রীগৌরচরণে নিবেদন করিলে, হরিদাসের বিনম্র দৈন্য দর্শনে তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কাশীমিশ্রের গৃহের অনতিদূরে পুষ্পোদ্যান মধ্যে অতি নিভৃতস্থানে একখানি ঘর ছিল; মহাপ্রভু মিশ্রের নিকট হরিদাসের নিমিত্ত এই ঘরখানি ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করিয়া তথায় হরিদাসের আশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর তিনি সমাগত বৈষ্ণবগণকে সস্নেহে বলিলেন, তোমরা এখন নিজ নিজ বাসায় গমন কর, সমুদ্রস্নানান্তে জগন্নাথের চূড়া দর্শন করিয়া আমার আশ্রমে সকলে ভোজন করিবে।

তদনন্তর মহাপ্রভু হরিদাসকে দর্শন দিবার নিমিত্ত পথিপার্শ্বে গিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ হরিদাস, পথের একপার্শ্বে পতিত

* টোটা—উদ্যান।

হইয়া প্রেমানন্দে নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন, নয়নবারিতে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। প্রভুকে দেখিবামাত্র হরিদাস দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার পদতলে লুন্ঠিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দান করিলেন। হরিদাসকে স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল, দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিদাস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, প্রভু, আমি অতি নীচ, পরম পামর, আপনার স্পর্শের কখনও যোগ্য নহি। শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, হরিদাস! তোমার পবিত্রতা আমাতে নাই। আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করি। তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে সকল তীর্থস্নান এবং সমস্ত তপস্যা ও যজ্ঞাদি করিতেছ। নিরন্তর তোমার বদনে বেদ উচ্চরিত হইতেছে, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হইতেও তুমি পরম পবিত্র। এই কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন ;—

"অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপু স্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"*

"প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া ॥

---

* যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত তপস্যা করেন, হোম করেন, তীর্থে স্নান করেন, বেদাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহারাই আর্য্য অর্থাৎ সদাচারনিরত।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৩৩শ অধ্যায়।

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য গুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥”

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা।

অনন্তর গৌরাঙ্গপ্রভু হরিদাসকে, তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট পুষ্পোদ্যানস্থিত কুটীরে লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমি এই নিভৃত কুটীরে বাস করিয়া শ্রীহরির নাম কর। শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া এইখান হইতেই প্রণাম করিও। আমি প্রতিদিন আসিয়া তোমাকে দর্শন দিয়া যাইব। তুমি এই স্থানে বসিয়াই প্রতিদিন প্রসাদান্ন লাভ করিবে। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। হরিদাস নীলাচলবাসী রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত পরিচিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য জ্ঞান করিলেন।

এই দিন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ অনুসারে ভক্তগণ তাঁহার আশ্রমে সমবেত হইলে তিনি নিজ হস্তে সকলকে পরিবেষণ করিলেন, এবং স্বীয় ভৃত্য গোবিন্দ দ্বারা হরিদাসের জন্য জগ-

ন্নাথ দেবের বিবিধ উপাদেয় মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিয়া নিজে ভোজন করিতে বসিলেন।

রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইলে "গুণ্ডিচামন্দির" * মার্জ্জনের পর মহাপ্রভু পরিকরগণ সহ কোন উপবনে ভোজন করেন। এই প্রীতি-ভোজনে সকলে যথাযোগ্যক্রমে আসন পরিগ্রহ করিলে মহাপ্রভু হরিদাসকে সকলের সহিত ভোজন করিবার জন্য হরিদাস! হরিদাস! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। হরিদাস অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া দূর হইতে বলিলেন, প্রভু রক্ষা করুন! আমি ঘৃণিত অস্পৃশ্য, ভক্তগণের সঙ্গে বসিবার অযোগ্য। আপনি ইহঁাদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করুন, পশ্চাতে বহির্দ্বারে গোবিন্দ আমাকে প্রসাদ দিবেন। হরিদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে এজন্য আর অনুরোধ করিলেন না। গোবিন্দ প্রতিদিন হরিদাসকে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন, এই দিন মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদান্ন কিঞ্চিৎ তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

রথযাত্রা সমাগত হইলে শ্রীক্ষেত্র আনন্দ-কলরবে কোলাহল-ময় হইল। এই বৎসর রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু সাতসম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হরিদাস, মহাপ্রভু

---

* রথযাত্রার সময়,জগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে যে স্থানে যাইয়া অবস্থান করেন, তাহাকে "গুণ্ডিচামন্দির" বলে। ইহা শ্রীমন্দির হইতে এক মাইল দূরে "ইন্দ্রদ্যুম্ন" নামক দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত। এই মন্দিরে নয় দিবস উৎসব হইয়া থাকে। রথযাত্রার পূর্ব্বে এই মন্দির ধৌত ও মার্জ্জন করিতে হয়। মহাপ্রভুর এই মন্দিরমার্জ্জনলীলাকে উৎকল ভাষায় "ধোয়াপাখ্‌লালীলা" বলিয়া থাকে।

ও পারিষদবৃন্দের সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর গৌড়ের ভক্তগণ চারিমাস বাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর সঙ্গে চিরজীবন বাস করিবার সংকল্প করিয়া নীলাদ্রি পরিত্যাগ করিলেন না; পুষ্পকাননস্থ শান্তরসাস্পদ নির্জ্জন আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীহরির নামানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

হরিদাসের নীলাচলে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণের বর্ণনায় নানারূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে হরিদাস নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এই মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, রথযাত্রার পর আচার্য্য প্রভৃতির গৌড়ে প্রত্যাগমনের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে হরিদাসের নামোল্লেখ নাই। এইমাত্র লিখিত আছে;—

"এই মত সর্ব্বভক্তের কহি সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন॥"

ইহার পর, এই লীলার যোড়শ পরিচ্ছেদে গৌড়ের ভক্তবৃন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থবার নীলাচল আগমন ও প্রত্যাগমন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে; ইহার মধ্যেও হরিদাসের কোনরূপ প্রসঙ্গ নাই। সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে (অর্থাৎ ১৪৩৬ শকে) মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করিয়া বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করেন,এবং বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া শান্তিপুর প্রভৃতি ভাগারথী-

তীরস্থ গ্রাম সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গৌড়সন্নিহিত রামকেলিতে আইসেন। গৌরাঙ্গপ্রভু এই স্থানে শ্রীমৎ রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে উদ্ধার করিয়া পুনর্ব্বার শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য-গৃহে উপস্থিত হন ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি-আরাধনা উৎসব সম্ভোগ করেন। এ যাবৎ হরিদাস তাঁহার সমভিব্যাহারেই ছিলেন। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভু পুনর্ব্বার নীলাচলে আই-সেন। এইবার কে কে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের সূত্রমধ্যে আছে ;—

"বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইল নীলাচল ॥"

কিন্তু এই লীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে নীলাচলস্থ ভক্তদিগের নিকট মহাপ্রভু গৌড়ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার সময় বলিয়াছেন ;—

"ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে ॥"

এই "পাঁচ ছয় জনের" মধ্যে হরিদাস একজন ছিলেন কি-না বলা যায় না, বোধ হয় ছিলেন। মধ্যলীলার পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনান্তে কাশীধামে দণ্ডী-দিগের সহিত ভক্তিপ্রসঙ্গ করিয়া নীলাদ্রি আসিবার সময়, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ক্ষেত্রবাসিভক্তগণ তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিবার জন্য "নরেন্দ্র" সরোবর তীরে গিয়াছিলেন। যথা :—

"কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥

আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥"

সুতরাং অনুমিত হইতেছে, হরিদাস প্রথমবার নীলাচল আসিয়া আর ফিরিয়া যান নাই। পরে ১৪৩৬ শকে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন উদ্দেশ্যে গৌড়-রামকেলিতে আসিলে, হরিদাসও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আগমন ও তথা হইতে পুনর্ব্বার শান্তিপুর হইয়া নীলাদ্রি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বর্ণনা অন্যরূপ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে হরিদাস শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। এই যাত্রায় বৈষ্ণবগৃহিণীগণের আগমনবৃত্তান্তও বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতের মতে ভক্তগণের দ্বিতীয় যাত্রায় নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছিলেন। ইহা মহাপ্রভুর নীলাদ্রি হইতে গৌড় আগমনের পূর্ব্বে—পরে নহে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই ঘটনা প্রভুর গৌড় হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পরে লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থানুসারে নিত্যানন্দপ্রভু ইহার কিছু পূর্ব্বেই নবদ্বীপ হইতে স্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে পুরীধামে আসিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবগণ এইবার আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে আইসেন। উভয় গ্রন্থের এই অংশের বর্ণনাতে অনেকটা সাদৃশ্যও আছে। শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনাই সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আরও লিখিত হইয়াছে, মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর রথযাত্রা দেখিয়া ঝারিখণ্ডের বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রায় শ্রীক্ষেত্রে আইসেন নাই;

শান্তিপুরে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হওয়ার পর, স্বরূপ গোস্বামী বঙ্গদেশে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই যাত্রায় হরিদাস ছিলেন না। তিনি তৎপূর্ব্বেই নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীতে বাস করিতেছিলেন,ইহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এতাবতা হরিদাস যে শান্তিপুরে পুরীগোস্বামীর তিথি-আরাধনা উৎসবের পরে শ্রীগৌরের সঙ্গে নীলাদ্রিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। গৌড়ের বৈষ্ণবগণ অনেকবার মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্যভাগবতলেখক সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিতে চেষ্টা করাতেই বোধ হয় এইরূপ গোলযোগ ও ক্রমবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

মহানুভব প্রেমানন্দ দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে হরিদাস ঠাকুরের দুই বার নীলাচল আগমনের কথা লিখিত হইয়াছে। প্রথমবার—মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর। দ্বিতীয়বার—বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর। মহাপ্রভু, দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে যাইবার সময় নিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতিকে যাবৎ তিনি প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাবৎকাল নীলাচলেই অবস্থিতি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহাঁরা নীলাচলেই ছিলেন, ইহাই শ্রীচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অষ্টম অঙ্কে লিখিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ তীর্থযাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই নিত্যানন্দপ্রভু মুকুন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গদেশে গমন করেন, এবং প্রভু শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হইলে স্বীয় পার্ষদগণ

সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়াছিলেন ; হরিদাস অদ্বৈতআচার্য্যের সঙ্গে আগমন করেন। এই গ্রন্থের দশম অঙ্কে লিখিত আছে, হরিদাস নিত্যানন্দের সহিত দ্বিতীয়বার পুরীতে আসিয়াছিলেন। *

শ্রীলোচনানন্দ দাস ঠাকুর প্রণীত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে হরিদাস ঠাকুরের নীলাচল আগমনের কোন উল্লেখ নাই।

* উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এই সময় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কাশীর সন্ন্যাসিগণকে ভক্তিপথে আনয়নের জন্য নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে হরিদাস প্রভৃতির সহিত পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সার্ব্বভৌম হরিদাসকে সকলের পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া পরমোল্লাসে "কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ" এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস সার্ব্বভৌমকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দূরে সরিয়া গিয়া দণ্ডবৎ করিলেন।

"দূরে প্রণমিল হরিদাস পাঞা ভয়।
দেখি সার্ব্বভৌম হরিদাস প্রতি কয়॥
জাতি কুল বৃথা সব ইহা বুঝাইতে।
ম্লেচ্ছকুলে তুমি জন্ম লইলে ইচ্ছাতে॥
প্রতিদিনে তিন লক্ষ লও কৃষ্ণ নাম।
সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে করেন প্রণাম॥
আমার নমস্য তুমি এবা কোন চিত্র।
ভক্তিবলে কর তুমি ভুবন পবিত্র॥
নিজ স্তব শুনি লজ্জা পাইল হরিদাস।
সার্ব্বভৌম চেষ্টা দেখি সবার উল্লাস॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, দশম অঙ্ক।

মহাপ্রভুর নীলাচল হইতে বঙ্গদেশ ও বৃন্দাবন আগমন সম্বন্ধেও ইহাতে ভিন্ন মত প্রকটিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থের এই সমুদায় মতভেদের আজিও কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত বিশদ ও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরাও এতৎ সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীক্ষেত্রবাস—ইষ্টগোষ্ঠী।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বৃন্দাবন ধাম হইতে নীলাদ্রিতে প্রত্যাগত হওয়ার কিছু দিন পরে প্রথমে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তৎপরে শ্রীসনাতন গোস্বামী * তথায় আগমন করেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ-কুলজাত হইয়াও রাজকর্ম্মোপলক্ষে যবনের ঘনিষ্ঠ সংস্রব বশতঃ সমাজে পতিত ছিলেন; এবং বিনয়াবনত চিত্তে আপনাদিগকে অস্পর্শীয় অতি নীচ জ্ঞান করিয়া অন্যের মর্য্যাদারক্ষণে সতত সচেষ্ট থাকিতেন। এইজন্য ইহাঁরা শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া জগন্নাথমন্দিরে গমন করিতেন না, হরিদাসের সাধন কুটীরে অবস্থান করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিদিন জগন্নাথের উপল-ভোগ দর্শনান্তে ভক্তবৃন্দসহ হরিদাসের আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া রূপসনাতন ও হরিদাস—ইহাঁদের মধ্যে যিনি যখন থাকিতেন, তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ ইষ্টালাপে যাপন করিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামী রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলগিরিতে আসিয়া দোলযাত্রা পর্য্যন্ত হরিদাসের কুটীরে বাস করেন। হরিদাস তাঁহার সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু এক একদিন হরিদাসের আশ্রমে ভক্তগণকে লইয়া

---

* মৎপ্রণীত "ভক্তচরিতামৃত" অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থ দেখ।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসকে বলিলেন, হরিদাস! এই কলিকালে গোব্রাহ্মণের হিংসাকারী মহাদুরাচার এই যে অসংখ্য যবন, কি প্রকারে ইহা-দের নিস্তার হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। হরিদাস বলিলেন, প্রভু, সে জন্য তুমি চিন্তা করিও না। যবনেরা "হারাম" শব্দ উচ্চারণ করে; ভক্তগণও প্রেমানন্দে "হা! রাম!" বলিয়া থাকেন। যবনগণের "হারাম" শব্দে প্রেমবাচী "হা", ও ভগবানের অব্যবহিত নাম "রাম", এই দুই অক্ষর রহিয়াছে; ভগবানের নাম ব্যবহিত হইলেও (অর্থাৎ সংকেতে নামাভাস হইলেও) তাহার এমনই গুণ যে, তদ্দ্বারাই সকল পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং যবনেরা যে "হারাম" শব্দ উচ্চারণ করিয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। * দেখুন, মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে স্বীয়

---

* "দংষ্ট্রি দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"
নৃসিংহ পুরাণ।

বরাহদন্তাঘাতে আহত ম্লেচ্ছগণ যখন 'হারাম' শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক 'হা রাম'! নাম গ্রহণ করিলে যে অনায়াসে মুক্তিলাভ হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি?

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"
পদ্মপুরাণীয় নামাপরাধ নিরসন স্তোত্র।

পুত্রের "নারায়ণ" নাম গ্রহণ করাতেই বিষ্ণুদূত আগমন করিয়া যমদূতের হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়াছিল। শ্রীভাগবতের অজামিলোপাখ্যান এ কথার সাক্ষী। *

"হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥

অর্থাৎ ভগবানের একটী মাত্র নাম যদি বাক্যে উচ্চারিত, স্মৃতিপথে উদিত কি শ্রোত্রমূলে প্রবিষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণাদি যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ হয়। কিন্তু হে বিপ্র! এই নাম যদি দেহ ধন ও আত্মীয় স্বজনাদিলুব্ধ পাষণ্ডদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফল জনক হয় না।

"তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং॥"

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

অর্থাৎ হে গুণনিধে! (নারদ!) তুমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অকপটে পাবনের পাবন ও দেবতাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ ভগবানের ভজনা কর; যাঁহার নামরূপসূর্য্যের আভাসমাত্রও অন্তঃকরণকুহরে প্রকাশিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া থাকে।

* শ্রীমদ্ভাগবত, ষষ্ঠস্কন্ধ, অজামিলোপাখ্যান দেখ।

যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ নাহয় বিনাশ॥”
“রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ,হরিদাসের সরলতাপূর্ণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভঙ্গী করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! পৃথিবীতে বহুল জীবজন্তু স্থাবর জঙ্গম আছে, ইহাদের উদ্ধারের উপায় কি? হরিদাস বলিলেন, প্রভু, তুমি কৃপা পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ, তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম মুক্তিলাভ করিয়াছে। হরিনাম শুনিয়া সমুদায় প্রাণিজঙ্গম উদ্ধার লাভ করিতেছে; স্থাবরে যে প্রতিধ্বনি শোনাযায়, তাহা প্রতিধ্বনি নয়, তাহারাও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে। তোমার কৃপাতে সমুদায় জগৎ—স্থাবর জঙ্গম উচ্চসংকীর্ত্তন শুনিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে। নিখিল জগতের সংসারবন্ধন মোচনের জন্যই তুমি উচ্চসংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ।

শ্রীগৌরসুন্দর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! সমু-

দায় জীব মুক্তি লাভ করিলে এই ব্রহ্মাণ্ড যে জীবশূন্য হইবে? হরিদাস উত্তর করিলেন, প্রভু, তোমার নিগূঢ়লীলা কে বুঝিতে পারে? তুমি সমস্ত জীবগণকে মুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে, আবার সূক্ষ্মজীব উৎপন্ন হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড স্থাবর জঙ্গমে পূর্ব্বের ন্যায় পরিপূর্ণ করিবে।

"হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বজীব জাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীব পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্যজীব অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥
তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয়॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

স্থাবর জঙ্গমের মুক্তিলাভ ও সূক্ষ্মজীবের স্থাবর জঙ্গমে পরিণত হওয়ার কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত উপহাস করিবেন। কিন্তু হরিদাসের সরল হৃদয় জীবজগতের পরিত্রাণের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইত, ইহাতে তাহার অতি সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের মুখে তাঁহার সরল বিশ্বাসপূর্ণ কথা ও শ্রীহরির নামমহিমা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন, এবং প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি তথা হইতে ভক্তগণের নিকট গমন করিয়া শতকণ্ঠে হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বৃন্দাবন গমনের কিয়দ্দিবস পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচলে আগমন করেন। তিনিও রূপের ন্যায় হরিদাসের তপস্যাকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রামকেলিতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন সনাতন রাজমন্ত্রীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হন, সেইকালে হরিদাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। সনাতন হরিদাসের আশ্রমপ্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, হরিদাস তাঁহাকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন। উভয়ের সম্মিলনে অনির্ব্বচনীয় প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভুও তথায় অনুচরগণসহ উপস্থিত হইলেন,ও সনাতনকে হরিদাসের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও ভজনানন্দে কালযাপন করিতে উপদেশ দিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপ করা হরিদাসের ব্রত ছিল। বার্দ্ধক্য বশতঃ "সংখ্যানাম" পূর্ণ হইতে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় লাগিত, অবশিষ্টকাল সনাতন ও শ্রীগৌরের সঙ্গে ইষ্টালাপে শেষ হইত। সনাতনের নীলাদ্রি আগমনের পর, মহাপ্রভু প্রতিদিন সানুচর হরিদাসের আশ্রমে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমালাপ করিতেন। সনাতন অনুতাপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া রথচক্রে দেহত্যাগ করিবার মানস করেন, ইহা অবগত হইয়া শ্রীচৈতন্য একদিন তাঁহাকে প্রসন্ন মধুর বচনে অনেক প্রবোধ দেন, ও হরিদাসকে বলেন, দেখ হরিদাস! সনাতন আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এখন পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছেন, তুমি ইহঁাকে নিষেধ কর, যেন এমন অন্যায় কার্য্য না করেন। হরিদাস বলিলেন,ঠাকুর! তোমার গম্ভীর হৃদয় আমি কি বুঝিব? তুমি কোন্ কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন কর, তুমি না জানাইলে কে তাহা জানিতে পারে? তুমি যখন ইহঁাকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন ইহঁার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছেন? তদনন্তর হরিদাস, মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা মত সনাতনকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত বলিলেন, সনাতন! মহাপ্রভু তোমার দেহকে নিজস্ব বলিতেছেন; তিনি তোমার দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র প্রচারাদি বিবিধ কার্য্য সাধন করিবেন, অতএব তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমি এই পুণ্যভূমি ভারতে বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার এই পাপদেহ প্রভুর কোন কার্য্যেই লাগিল না। সনাতন বলিলেন;—

"—তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান॥

অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচার।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

এইরূপে দুইজনে সৎপ্রসঙ্গে ও হরিকথায় পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যবনসংস্পর্শবশতঃ সনাতন আপনাকে অস্পৃশ্য ও নীচজাতিস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহাতে আবার তাঁহার শরীরে কণ্ডু উৎপন্ন হওয়ায়, তাহা হইতে শোণিত ও রস নিঃসৃত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্লেদময় হইত। এইজন্য সনাতন মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি নিষেধ না মানিয়া বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেন। মহাবিনয়ী সনাতন ইহাতে আরও কুণ্ঠিত ও দুঃখিত হইয়া নীলাচল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন গমন করিতে মনস্থ করেন। সনাতন মহাপ্রভুকে এই সংকল্প নিবেদন করিলে, তিনি বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী, পঙ্কচন্দনে সমদৃষ্টি আমার ধর্ম্ম। তোমার দেহে ঘৃণাবুদ্ধি হইলে আমার যে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, ঠাকুর, তোমার এই প্রতারণা বাক্য আমি মানি না। আমার ন্যায় ঘৃণিত ও অধম পাতকীকে যে চরণে স্থান দিয়াছ, ইহাতে তোমার অসীম দয়াগুণই প্রচারিত

হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমরা আমার সন্তান সদৃশ। সন্তানের মলমূত্র দেখিয়া জননীর যেমন ঘৃণা হয় না, সনাতনের কণ্ডুশোণিতাক্ত দেহও আমার পক্ষে সেইরূপ। হরিদাস বলিলেন ;—

"—তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে অঙ্গ কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ॥"

শ্রী চৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, হরিদাস! ভক্তদেহকে কখনও প্রাকৃত কলেবর মনে করিও না, ইহা অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়। ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন ;—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" *

সনাতন যতদিন নীলাচলে ছিলেন, হরিদাস তাঁহার সহিত সাধন-ভজন সৎপ্রসঙ্গ ও গৌরাঙ্গপ্রভুর অপূর্ব্ব চরিত্রলীলা আস্বাদন করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। এই বৎসর দোলযাত্রার পর মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবন গমন করেন।

* অর্থাৎ মরণশীল মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একাত্মা হইয়া যায়।

ইহার পর বল্লভভট্ট * শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলে, মহাপ্রভু তাঁহার নিকটে হরিদাসের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"হরিদাসঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "আমি হরিদাসের নিকট হরিনাম-মাহাত্ম্য শিক্ষা করিয়াছি।" ইহা অপেক্ষা হরিদাসের মহত্ত্ব ও গৌরব আর কি আছে ?

---

* এই বল্লভভট্ট সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচারি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁর নিবাস তৈলঙ্গ দেশ। ইনি নীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা—বেদান্তসূত্রের একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর ভাষ্যে "শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ" প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেহ-সংবরণ।

শ্রীহরিদাস, ১৪৩৬ শকে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে দ্বিতীয় বার নীলাচল আগমন করেন; "ভক্তদিগ্দর্শিনী তালিকা" অনুসারে এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর। ইহার পর দেহসংবরণ পর্য্যন্ত তিনি নীলাচলেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৪৫০ শক পর্য্যন্ত হরিদাস জীবিত ছিলেন।* ক্রমে হরিদাসের

---

* হরিদাস কোন্ শকে দেহত্যাগ করেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কেবল "ভক্তদিগ্দর্শিনী তালিকায়" হরিদাসের অপ্রকটাব্দ ১৪৫৪ শক লিখিত আছে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত দিগ্দর্শিনী তালিকাতে হরিদাসের জন্ম ও অন্তর্দ্ধান শক এবং মাস ও তিথি সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং দিগ্দর্শিনীর লিখিত বিবরণ অবিচারে গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে "হরিদাস নির্য্যাণ" বর্ণিত হইয়াছে। এই লীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদে, গৌড়ের ভক্তগণসহ নিত্যানন্দের নীলাচল আগমন, কাশী নিবাসী শ্রীতপন-মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টের চৈতন্যপ্রভুসহমিলন, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-মহা-প্রলাপ, বর্ষান্তরে গৌড়ের ভক্তগণের পুনরাগমন, আচার্য্য প্রভুর "তর্জ্জা" প্রেরণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমন্নরহরি দাস বিরচিত "ভক্তি রত্নাকর" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অদ্বৈতআচার্য্য নীলাচলে "তর্জ্জা প্রহেলী" প্রেরণ করার অল্পদিন পরেই [১৪৫৫ শকে] মহাপ্রভু লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, হরি-দাসের তিরোভাবের পরেও শ্রীগৌরাঙ্গ অন্ততঃ ৪। ৫ বৎসর কাল প্রকট

বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন তিনি অশীতি বৎসরের স্থবির, জরাভারে আক্রান্ত; কিন্তু এমনই অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অটল অনুরাগ যে, তথাপি দৈনিক নিয়মিত তিন লক্ষ নাম-জপ পরিত্যাগ করেন নাই। নামসংখ্যা পূর্ণ না হইলে হরিদাস আহার করিবেন না, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা।

গোবিন্দ প্রতিদিন হরিদাসকে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইতেন। একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ হস্তে হরিদাসের কুটীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হরিদাস শয়ন করিয়া অতি মৃদুমন্দস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন, হরিদাস! তোমার নিমিত্ত মহাপ্রসাদ আনিয়াছি, উঠিয়া আসিয়া ইহা ভোজন কর। হরিদাস বলিলেন, আজ উপবাস করিব স্থির করিয়াছি; সংখ্যানাম এখনও পূর্ণ হয় নাই, কিরূপে ভোজন করিব? মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহাই বা কি প্রকারে উপেক্ষা করি। এই কথা বলিয়া হরিদাস মহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া তাহার বিন্দুমাত্র লইয়া মুখে দিলেন।

পরদিন মহাপ্রভু হরিদাসের আশ্রমে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! ভাল আছতো? হরিদাস প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন, আমার শরীর সুস্থ বটে, কিন্তু মন বুদ্ধি অসুস্থ।

ছিলেন। সুতরাং ১৪৫০ শকাব্দ, হরিদাসের তিরোভাবাব্দ অবধারিত হইতে পারে। "ভক্তদিগ্দর্শিনী"তে ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী (একখানিতে ত্রয়োদশী) তিথিতে হরিদাস অন্তর্হিত হন লিখিত আছে। ইহা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। যেহেতু ইহা প্রচলিত পঞ্জিকাসম্মত, এবং কুলীনগ্রামস্থ "হরিদাস ঠাকুরের পাটে" উক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতেই অদ্যাপি হরিদাসের "বিজয়োৎসব" হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ব্যাধি, নির্ণয় করিয়া বল।

হরিদাস। প্রভু,নামজপের সংখ্যা কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না।

শ্রীচৈতন্য। হরিদাস! এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নামসংখ্যা হ্রাস কর না কেন? সিদ্ধ দেহ পাইয়া সাধনের জন্য আর এত আগ্রহই বা কি জন্য? ভগবানের নামমহিমা প্রচার করিয়া লোক নিস্তারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সে কার্য্য তো সাধন করিয়াছ। এখন বৃদ্ধ বয়সে সংখ্যা কমাইয়া নাম কীর্ত্তন কর।

হরিদাস বিনয়ে অবনত হইয়া করযোড়ে বলিলেন, প্রভু, আমার এক নিবেদন আছে; হীন জাতিতে আমার জন্ম, অদৃশ্য অস্পৃশ্য অধম পামর হইলেও তুমি আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছ, এবং মহা রৌরব হইতে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছ। তুমি আমাকে বহু কৃপা করিয়া অনেক নাচাইয়াছ। ম্লেচ্ছ হইয়াও তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণের 'শ্রাদ্ধপাত্র' খাইয়াছি। কিন্তু প্রভু, বহু দিন হইতে আমার এক বাঞ্ছা আছে। আমার বোধ হইতেছে, তুমি অবিলম্বে লীলাসংবরণ করিবে, তাহা যেন আমাকে দেখিতে না হয়, তাহার পুর্ব্বেই যেন আমার এই পাপদেহ পরিত্যাগ করিতে পারি। হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণ-কমল ধ্যান করিয়া, নয়নে তোমার শ্রীচন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, এবং জিহ্বায় তোমার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

"মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥

এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বলিলেন, হরিদাস! তোমার এই প্রার্থনা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তোমাকে লইয়াই আমার যে কিছু সুখ সম্ভোগ, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, ইহা তোমার কর্ত্তব্য নয়। এই কথা শুনিয়া হরিদাস তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রভু, আর মায়া বাড়াইওনা, এই অধম পাতকীকে এই দয়া করিতেই হইবে। আমার মস্তকের মণিস্বরূপ কত শত ভক্ত মহাশয় তোমার লীলার সহায় রহিয়াছেন, আমার ন্যায় সামান্য একটা কীট না থাকিলে কি ক্ষতি? একটী পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কি হানি হয়? প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্তাভাস হইলেও অবশ্য আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবে। আজ মধ্যাহ্ন করিতে গমন কর, কা'ল যেন তোমার দর্শন পাই।

শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। পর দিন, ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী; প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শনান্তে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে মহাপ্রভু হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস, প্রভু ও বৈষ্ণবগণের চরণবন্দনা করিলেন। অনন্তর গৌরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! সমাচার কি?

হরিদাস উত্তর দিলেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা।"

তদনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাসের আশ্রমপ্রাঙ্গণে ভক্তগণকে লইয়া মহোল্লাসে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নৃত্যামোদী বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন, স্বরূপ গোস্বামী

প্রভৃতি অন্যান্য প্রভুপরিকরগণ হরিদাসকে বেষ্টনপূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির সম্মুখে গৌরাঙ্গপ্রভু মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে হরিদাসের ইন্দ্রিয় সংযম, মহা পরীক্ষা, যবন কর্ত্তৃক উৎপীড়ন, অটল বিশ্বাস, ভগবন্নামে অপূর্ব্ব নিষ্ঠা প্রভৃতি যেন পাঁচমুখে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরিদাসের গুণগৌরব শ্রবণে একান্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। হরিদাস সমুদায় ভক্তের চরণরেণু মস্তকে লইয়া মহাপ্রভুকে সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণযুগল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন; নেত্ররূপ ভৃঙ্গদ্বয় তাঁহার মুখপদ্মে স্থাপন করিয়া শ্রীমুখমাধুরী পান করিতে লাগিলেন। নয়নে দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল!

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজনেত্র দুইভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বলে বারবার।
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

মহাযোগেশ্বরের ন্যায় হরিদাসের এই অপরূপ ইচ্ছামৃত্যু

দর্শন করিয়া সকলের ভীষ্মদেবকে স্মরণ হইল। ভক্তগণ "হরি হরি" "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দে আকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের দেহ ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ভক্তগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

"নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥" *

অনন্তর স্বরূপ গোস্বামী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিয়া গৌরাঙ্গপ্রভুকে নিবেদন করিলেন। ভক্তগণ হরিদাসের পরিত্যক্ত দেহ সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রোপকূলে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। মহাপ্রভু সকলের অগ্রে অগ্রে,এবং অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে বক্রেশ্বর পণ্ডিত পশ্চাতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্টস্থলে উপনীত হইয়া ভক্তবৃন্দ হরিদাসের মৃতদেহকে সমুদ্র-সলিলে স্নান করাইলেন, এবং সকলে তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিলেন, ভক্তগণ! শ্রবণ কর, আজ হইতে এই সমুদ্র মহাতীর্থ হইল। তৎপরে ভক্তগণ শবকে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করাইয়া চন্দনানুলেপন ও পুষ্পমালা দ্বারা সাজাইলেন, এবং জগন্নাথদেবের ডোর ও প্রসাদ বস্ত্রাদি সঙ্গে দিয়া

* আমি সেই হরিদাসকে এবং তাঁহার প্রভু সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি ; যাঁহার (হরিদাসের) মৃতশরীর ভূপতিত হইলেও যিনি (চৈতন্যদেব) স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকার মধ্যে গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শায়িত করিলেন। পরে ভক্তগণ শবের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর "হরিবোল" "হরিবোল" উচ্চারণ করিতে করিতে স্বহস্তে শবের উপরে সর্ব্বাগ্রে বালুকা প্রদান করিলে, অন্যান্য ভক্তগণ বালুকাদ্বারা শব প্রোথিত করিয়া তদুপরি বেদি বান্ধাইয়া দিলেন, এবং এই বেদিকার চারিদিকে অন্যরূপ আবরণ প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর হরিধ্বনির গম্ভীর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত ও কোলাহলময় করিয়া আবার মৃদঙ্গ করতালের বাদ্যধ্বনির সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। পরে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান ও জল-কেলি করিয়া হরিদাসের "সমাধি" * প্রদ-

* শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই সমাধিক্ষেত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু (যিনি সমগ্রবৈষ্ণবসমাজ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর শক্তিধররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।) নীলাচল আগমন করিয়া এই সমাধিস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। যথা :——

"শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা।
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিলা॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর।
নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর॥
শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পূর্ব্বে যে শুনিল।
সে সব চিন্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইল॥
হা হা প্রভু হরিদাস বলিতে বলিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥

ক্ষিণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সমস্ত নগর কীর্ত্তন কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

অলৌকিক প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র হইল চেতন॥"

ভক্তিরত্নাকর, তৃতীয় তরঙ্গ।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও এই সমাধি দর্শন করিয়াছিলেন। যথা:—

"আজ্ঞাদিলা যাহ শীঘ্র সমাধি দর্শনে।
আচার্য্য আছেন তথা চাহি পথ পানে॥
শুনি নরোত্তম ভূমে প্রণমি কাতরে।
চলিলেন সে মনুষ্য সঙ্গে সিন্ধুতীরে॥
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু ভূমেতে পড়িয়া॥
অতি খেদ যুক্ত হৈয়া কহে বারবার।
সে সুখে বঞ্চিত হৈঁলু দুর্দ্দৈব আমার॥
ঐছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর।
দেখি সে দশা বা কার না দ্রবে অন্তর॥
তথা যে বৈষ্ণব ছিল সমাধি সেবনে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা সে কত যতনে॥"

শ্রীনরোত্তম বিলাস, চতুর্থ বিলাস।

অদ্যাপি বৈষ্ণব সাধুগণ এই সমাধি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিজয়োৎসব ও উপসংহার।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ সিংহদ্বারে আগমন করিয়া হরিদাসের "মহোৎসবের" জন্য * নিজে আঁচল পাতিয়া পসারিগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্যপ্রভুকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদিতচিত্তে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ প্রসাদ প্রদান করিতে অগ্রসর হইল। ইহা দেখিয়া স্বরূপ গোস্বামী পসারিগণকে নিষেধ করিয়া মহাপ্রভুকে বিদায় করিয়া দিলেন। পরে প্রত্যেক পসারীর নিকট এক এক দ্রব্যের এক এক "পুঞ্জা" মাত্র (বোধ হয় এক এক পাত্র) ভিক্ষা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া চারিজন বৈষ্ণববাহক দ্বারা লইয়া আসিলেন। বাণীনাথ পট্টনায়ক ও কাশীমিশ্রও অনেক প্রসাদ প্রেরণ করি-লেন। শ্রীচৈতন্য সমুদায় বৈষ্ণবগণকে সারি সারি বসাইয়া এক এক জনের পাতে পাঁচজনের উপযুক্ত প্রসাদ পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

> "মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
> একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥"
>
> শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধহয়, হরিদাসের তিরোভাব দিবসেই মহাপ্রভু তাঁহার "মহোৎসব" করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু ভোজন না করিলে ভক্তগণ কেহ ভোজন করিতে চাহেন না। সেদিন কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল; এই সময় মিশ্রও প্রভুর নিমিত্ত নানাবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। অগত্যা ভক্তগণের অনুরোধে মহাপ্রভু পুরী ও ভারতী গোস্বামীকে লইয়া ভোজনে বসিলেন। স্বরূপ ও জগদানন্দ প্রভৃতি চারিজনে বৈষ্ণবগণকে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার উপাদেয় প্রসাদ পরিবেষণ করিয়া ভোজন করাইলেন। চৈতন্যপ্রভু "আরও দাও" "আরও দাও" বলিয়া আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভোজনাবসানে মহাপ্রভু সকলকে মাল্যচন্দন উপহার দিলেন, এবং হরিদাসের শোকে দুঃখপ্রকাশচ্ছলে ভক্তগণকে বর প্রদান ও হরিদাসের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বলিলেন,—যিনি হরিদাসের এই বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন, যিনি ইহাতে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন, যিনি তাঁহার পবিত্র দেহের সমাধির জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিলেন, আর যিনি এই মহোৎসবে ভোজন করিলেন, তাঁহারা সকলেই অচিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ লাভ করিবেন। ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে হরিদাসের ন্যায় সঙ্গী দিয়াছিলেন, আজ আবার তাঁহার ইচ্ছায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। হরিদাসকে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমার কি শক্তি যে হরিদাসকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারে ধরিয়া রাখিতে পারি। ভীষ্মদেবের মৃত্যু যেরূপ শুনিয়াছি, হরিদাস সেই প্রকার ইচ্ছামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হরিদাস পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন, তাঁহার অভাবে মেদিনী আজ রত্নহীনা হইল। তোমরা সকলে "জয় জয় হরিদাস!"

বলিয়া হরিধ্বনি কর। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন "জয় জয় হরিদাস! যিনি নামমহিমা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন" এই শব্দ হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠ হইতে উচ্চরিত হইয়া গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অনন্তর ভক্তগণকে বিদায় দিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আপ্লুত হইয়া বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় বাসভবনে গমন করিলেন।

হরিদাসের মৃত্যুতে শ্রীচৈতন্য ভক্তের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা স্নেহ ও প্রেমের অতি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

"এইত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী শিরোমণি॥
শেষকালে দিলে তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তারে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্যলীলা।

কোন প্রাচীন পদকর্ত্তা বলিয়াছেন;—

"জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ॥
গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
যার গুণ গাইয়া কান্দে আপনে চৈতন্য॥

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রেম সীমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা॥
নিত্যানন্দ চাঁদ যাঁরে প্রাণ হেন জানে।
চরণের পরশে মহী দেহ ধন্য মানে॥"

পদকল্পতরু, ২৩১১।

হরিদাসের তিরোভাব উপলক্ষে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে মহোৎসব করিয়া থাকেন। কুলীনগ্রাম পাটের হরিদাস ঠাকুরের "বিজয়োৎসব" বৈষ্ণবসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কুলীনগ্রামের দক্ষিণাংশে যে আশ্রম বা "আখ্ড়া" আছে, তাহা"হরিদাস ঠাকুরের আখ্ড়া" নামে বিখ্যাত। ইহা হরিদাসের ভজনের স্থান। এই "আখ্‌ড়ার" অন্তর্গত সমুদায় স্থান অনতিউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। হরিদাস যেস্থানে বসিয়া ভজন করিতেন, ঠিক সেই স্থানে একটী মন্দির ও তদভ্যন্তরে একটী বেদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের নিকটস্থ আর একটী মন্দিরাভ্যন্তরে অন্যান্য দেববিগ্রহের সঙ্গে ঠাকুর হরিদাসের দারুনির্ম্মিত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত আছে, এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে একথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুইটী মন্দির কতদিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। রামানন্দ বসুর ভদ্রাসনের সমীপবর্ত্তী হরিদাসের যে ভোজনের স্থান আছে, তাহার নাম "হরিদাস ঠাকুরের পাট"। ইহারও চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত, দক্ষিণদিকে একটী মাত্র দ্বার আছে। স্বল্পায়ত ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী বেদী, এই বেদীর উত্তর দিকে তুলসীমঞ্চ। প্রতিবৎসর হরিদাসের বিজয়োৎসবের দিন প্রাতঃকালে তাঁহার

শ্রীমূর্ত্তি "আখড়া" হইতে আনয়ন করিয়া এই বেদীর উপরে সংস্থাপন পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। হরিদাসের প্রতিমূর্ত্তি এই দিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত এই বেদীর উপরেই স্থাপিত থাকে। ভাদ্রমাসে বর্ষার সময় দূর দেশ হইতে বৈষ্ণব-বৈরাগিগণের আসিবার অসুবিধা হইবে বলিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে হরিদাসের "আখ্ড়ায়" তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে আরও একটী মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবের পূর্ব্বদিন অধিবাসের সময় শ্রীবিগ্রহ আখ্ড়ার মন্দিরে প্রত্যানীত হইয়া থাকে। এই মহোৎসবে তিন দিন পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও বহুসঙ্খ্য বৈষ্ণব ভোজন হয়। হরিদাস ঠাকুরের "আখ্ড়া"র নিত্যসেবা ও মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহানুভব রামানন্দ বসু উপযুক্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি তাহারই উপস্বত্ব হইতে "আখ্ড়ার" সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। একজন সচ্চরিত্র বৈষ্ণব মহান্তের প্রতি "আখ্ড়ার" কার্য্যভার অর্পিত আছে।

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, হরিদাসের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ভক্তসাধকগণ এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার পুণ্যময় কথা স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া থাকেন। কথিত আছে, ভগবানে যাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি জন্মে, দেবতাগণের সমুদায় গুণ তাঁহাতে আবির্ভূত হয়; ঠাকুর হরিদাস একথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। * হরিদাসের ইন্দ্রিয়-

* "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৮শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

সংযম, হরিদাসের সহিষ্ণুতা, * হরিদাসের বিনয় ও দীনতা, এবং ভগবন্নামে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভগবচ্চরণারবিন্দে অহৈতুকী ভক্তি—অধিক কি, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসরূপ যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতির স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত,আজিও শত শত নরনারীকে এই সমস্ত মহৎভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। হরিদাসের সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং নির্য্যাতনকারী শত্রুগণের প্রতি তাঁহার অপরিমেয় প্রেম ও ক্ষমার কথা স্মরণ করিলে কে অশ্রু-মোচন না করিয়া থাকিতে পারে? হরিদাসের এই সমস্ত অতি-লৌকিক চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে অতি উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। হরিদাস যবনকুলোদ্ভব হইয়াও কেবল চরিত্রপ্রভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যবন সন্তান হরিদাস, আর্য্যসন্তানের নিকট "হরিদাস ঠাকুর"

অর্থাৎ ভগবান হরিতে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি জন্মে, দেবতাগণ সমস্ত গুণের সহিত তাঁহাতে আসিয়া নিত্য বসতি করেন। কিন্তু হরিভক্তিহীন মানবের প্রকৃতিতে কোন প্রকার মহৎগুণ প্রতিফলিত হয় না; যেহেতু সে মনোরথে আরোহণ করিয়া অসৎ বহির্ব্বিষয়ের পশ্চাতেই ধাবিত হইয়া থাকে।

* "রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥
জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দৈন্য।
এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য॥"

ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং অদ্যাপি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেববিগ্রহের ন্যায় বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক ভক্তিভাবে পূজিত হইতেছে, —প্রেমাবতার শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রেমের ইহা অপূর্ব্ব লীলা। * হরিদাসের চরিত্রমাহাত্ম্য আমরা কি বর্ণন করিব? শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

"হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥"
"সব কহা নাযায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র॥"

* "সন্ন্যাসী পণ্ডিত গণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥"
শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাসের মুসলমানকুলে জন্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিলেও কেহ কেহ এরূপ প্রবাদের উল্লেখ করেন যে, হরিদাস অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কোন প্রতিবেশী মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। "চৈতন্য সঙ্গীতা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকে তাঁহারা এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন।* বটতলায় মুদ্রিত উক্ত পুস্তিকার ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"প্রভুর প্রধান ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস।
শুন সবে যে রূপেতে তাহার প্রকাশ॥
সুমতি নামেতে দ্বিজ হরি পরায়ণ।
গৌরী নামে নারী তার সতীতে গণন॥
হরি নামে ব্রহ্ম এই করিয়াছে সার।
কত দিনে এক পুত্র হইল তাহার॥
নাম ব্রহ্ম এই মাত্র মনেতে বিশ্বাস।
রাখিলা পুত্রের নাম ব্রহ্ম হরিদাস॥

---

* বোধ হয়, এই "চৈতন্য সঙ্গীতা" বা তথাবিধ কোন গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিয়াই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় স্বপ্রণীত "অমিয় নিমাইচরিত" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, "হরিদাস ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃ-মাতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস মুসলমান। ইত্যাদি।"